ঋণের দায়

[চতুর্থাঙ্ক সামাজিক নাটক]

আবদুর রহমান প্রণীত

১ম সংস্করণ

ফাল্গুন—১৩৪৪ সাল।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—
আবদুর রহিম হালদার,
ম্যানেজার,
রহমানিয়া লাইব্রেরী,
ভুইমোহান, পোঃ ইন্‌সুরা, হুগলী

প্রিণ্টার—
শ্রীভগবতীচরণ পাল,
সান্‌রাইজ প্রেস,
খড়ুয়াবাজার, চুঁচুড়া,

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক, উপন্যাসিক,
নাট্যকার ও চিন্তাশীল লেখক—

কবি আবদুর রহমান প্রণীত—

অন্যান্য পুস্তকাবলী।

অভিমানের পরিণাম (সামাজিক উপন্যাস)		···	মূল্য	৸০
ঐ বাঁধাই		···	„	১।০
মালা	(কবিতা)	···	„	।০
সরোজ	(কবিতা)	···	„	॥০
জ্ঞানের আলো	(সাহিত্য)	···	„	১॥০
রহমান গীতিকা	(গানের বই)	···	„	৶০
উপহার পুস্তক—অমৃত ভাণ্ডার (গানের বই)		···	„	।০

আবুল কাসেম প্রণীত—

কবি আবদুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী	···	মূল্য	৴০

প্রাপ্তিস্থান—

রহমানিয়া লাইব্রেরী,

ভুইমোহান, পোঃ ইনসুরা, হুগলী

উৎসর্গ-পত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষার ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী পরলোকগত কবিবর মোজাম্মেল হক্ বৈবাহিক সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থে আমার এই "ঋণের দায়" নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

ভুইমোহান, হুগলী ;
৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ সাল।

—গ্রন্থকার।

অবতরণিকা

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজে নাটক বা প্রহসনের প্রচলন খুবই কম। ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যে যে কয়েকজন মুস্‌লিম কথা-শিল্পী নাটক রচনা করিয়াছেন যথা—কবি শাহাদাৎ হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, আকবর উদ্দিন, আবদুর রহমান, এস, এম, আহমদ প্রভৃতি। ইঁহাদের লিখিত নাটকগুলি সমস্তই ঐতিহাসিক। মুস্‌লিম বাঙ্গলা সাহিত্যে সামাজিক নাটক বা প্রহসন দৃষ্টি গোচর হয় না। বর্ত্তমানে মিঃ এন, এ, খান সামাজিক প্রহসনের অভাব কতকটা দুর করিয়াছেন, কিন্তু সামাজিক নাটকের অভাব রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমার **ঋণের দায়** সে অভাব দূর করিবে ও মুস্‌লিম বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক নাটক বলিয়া স্থান পাইবে আশা করি।

এক্ষণে বাঙ্গলার নাট্য-মন্দিরে, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ও প্রতি পল্লীতে "ঋণের দায়" অভিনীত হইলে ও পাঠক পাঠিকাগণ ইহা পাঠে তৃপ্তিলাভ করিলেই আমি সুখী হইব।

অভিনয় কালে অসুবিধা ঘটিতে পারে ভাবিয়া নাটকখানিতে তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ধনদাস ও চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে তৎপুত্র কাঙ্গালের শবদাহ করা প্রয়োজন বোধ করি নাই, তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

ভুইমোহান, হুগলী;
২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৪ সাল।

বিনীত—
আবদুর রহমান।

কবি আবদুর রহমান

চরিত্র পরিচয়।

পুরুষগণ।

রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	চাঁদপুরের জমিদার।
শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ পুত্র।
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ শ্যালক।
জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী	ঐ আত্মীয় কুসীদ ব্যবসায়ী
অর্জ্জুন সিং	ঐ দরোয়ান।
জয় সিং	ঐ ভৃত্য।
ধনদাস	গ্রাম্য কৃষক প্রজা।
কাঙ্গাল	ঐ পুত্র।
নাটু	গ্রাম্য দুষ্ট বালক।
সুধীর, বিমল ও অনীল	গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রগণ
গৌরকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বর্ণগ্রামের পণ্ডিত।
গোবর্দ্ধন, ভদ্রেশ্বর	ঐ ভৃত্য।
রামপ্রসাদ, ভজহরি	জ্ঞানরঞ্জনের ভৃত্য।

পুরোহিত, বরযাত্রিগণ, দারোগা, কনেষ্টবল ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ ঃ

চাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ।

পদ্মাবতী - - - - - -	ধনদাসের পত্নী।
কমলা - - - - - -	গৌরকিঙ্করের পত্নী।
প্রভাবতী - - - - - -	ঐ কন্যা।
জ্ঞানদা - - - - - -	ঐ পরিচারিকা
মালতী - - - - - -	জয় সিং এর পত্নী।

প্রভাবতীর সহচরীগণ ইত্যাদি।

ঋণের দায়

স্থান—চাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়।

কাল—অপরাহ্ণ

বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক

উদ্বোধন-গীতি :

হতচ্ছাড়া লেখাপড়া শিখে ক'রব কি।
কালের এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভদ্র কর্ম্ম,
শিখব' আসল বিদ্যা জুয়াচুরি।
গরীবের বুকে ব'সে, সুদের সুদ তস্য ক'ষে,
বিচারের দোহাই দিয়ে
কেড়ে নেব প্রজার ঘরবাড়ী॥

[প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন

ঋণের দায়

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কাল মধ্যাহ্ন।

স্থান—চাঁদপুর কাছারী বাটী।

[জমিদার রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, বিচার প্রার্থী জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী, খতিয়ান খাতা হস্তে দণ্ডায়মান, দরোয়ান অর্জ্জুন সিং বেষ্টিত ধনদাস দণ্ডায়মান অবস্থায় দুঃখানুভব করিতেছে। ভৃত্য জয় সিং গড়গড়ায় তামাক দিয়া প্রস্থান করিল।]

রামনারায়ণ—(তামাক সেবন করিতে করিতে) ধনদাস, তোমার নামে অভিযোগ এনেছেন চৌধুরী বাবু, তোমার মুখরা স্ত্রী কর্ত্তৃক ভদ্রলোক অত্যধিক অপমানিত হ'য়ে, তাঁর বিচার ভার দিয়েছেন আমার উপর। তোমার অপরাধিণী স্ত্রীর কৃত কর্ম্মের জন্যে আমিও বাধ্য হ'য়ে পড়েছি ন্যায়তঃ তোমায় শাস্তি দিতে। বোধ হয় এ সম্বন্ধে তোমার আর কিছু বলবার নেই ধনদাস! যেহেতু তুমি ঋণী আর চৌধুরী বাবু মহাজন। মহাজন মূর্ত্তিতে খাতকের প্রতি শাসন বিস্তার, এটাত জগতের চিরন্তন প্রথা। যদিও আজ স্বার্থতা বশে

চৌধুরী বাবু তোমাদের উপর একটু জুলুম জবর-দস্তিই ক'রে থাকেন, সেটা বিশেষ কিছু দোষের ব'লতে পারা যায় না। হ্যাঁ এখন কত টাকা আসল আর কত টাকা সুদ ওকে একবার শুনিয়ে দিন ত চৌধুরী বাবু!

জ্ঞানরঞ্জন—আজ্ঞে-আজ্ঞে এতো সোজা কথা, ধরুণ ২৫ সালের ৯ই পৌষ তারিখে ছেলের শীত বস্ত্রের দরুণ হচ্ছে ৭।/৫। টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে সুদ আর ২৮ সালের ১১ই বৈশাখ ওর নেওয়া আছে ১১৮৵১৫। এটা বিশেষ দায়গ্রস্ত হয়ে নিয়েছিল কিনা সেই হেতু টাকা প্রতি তিন আনা হিসাবে সুদ কবে রেখেছি, আপনি একবার ঠিক্ দিয়ে দেখুন দেখি জমিদার বাবু, ওর কাছে পাওনা মোট ৪১৬।৴৫ হয় কি না। এ—এ—এতো সোজা কথা, এটা মুরুখ্যু ব্যাটাদেরও বুঝতে বাকী থাকবে না।

রামনারায়ণ—কি হে ধনদাস সব শুনলে ত? এবারে বল তোমার মতলবখানা কি, সোজা কথায় টাকা আদায় দেবে, না যা হয় একটা হেস্তানেস্তা করতে হবে।

ধনদাস—আজ্ঞে হুজুর এতে আর আমার বলবার কি আছে বলুন; আমি যে ঋণী—তা কথনও বিস্মৃত হব না। তবে আপনারা জমিদার—বিশেষ ভদ্রলোক, গরীব মানুষদের রাখা মারা সেটা আপনাদের দয়া।

গত সালে হুজুর ত আমার সমস্ত সম্পত্তি খাজনা বাবদ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন, এখন কি আর আছে আমার তাই—

জ্ঞানরঞ্জন—ঐ-ঐ-ঐ কথা, টাকা চাইলেই কেবল ঐ কথা বেটাদের! দোহাই জমিদার বাবু, আপনি যা হয় এর একটা পাকাপাকি বিহিত করুন, নইলে আমি প-প-পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দেবো।

ধনদাস—দোহাই চৌধুরী বাবু, আপনার পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি সুদের টাকাটা রেহাই ক'রে দিন।

জ্ঞানরঞ্জন—না-না-না, তা হবে না, সুদ আমার মায়ের দুধ, আসল দু-এক আনা ছাড়তে পারি তবু সুদ ছাড়তে পারিনে। টাকা না দিতে পার বাস্ত বাড়ীখানা না হয় সুদের বদল উশুল দাও, তারপর দু পাঁচ বছর পেট ভাতায় আমার বাড়ীতে থেকে আসল টাকা শোধ করে দিও এখন। কি বলুন জমিদার বাবু! এই ত সোজা কথা, এতে আর দয়া করাটা হোল না কেমন ক'রে। সে দিন তাগাদা ক'রতে গেলুম ওর বাড়ীতে, ওঃ আমায় আবার কিনা গাল দেওয়া—ভদ্রলোকের অপমান করা, ঐ ওর বৌ মাগী! বেটী এক গা রূপ নিয়ে আমার পা দুখানা জাপ্টে ধ'রলে, লাথী মেরে পা ছাড়ালুম, বেটী অমনি মূর্চ্ছা গেল; চাষার-ঘরণী কিনা, ছিনালী আঠার রকম শিখে রেখেছে।

ধনদাস—দেখুন মশাই আপনি গাল দেবেন না, আমরা ছোটলোক চাষাজাতি হোলেও তবুও আমাদের মান ইজ্জত আছে! আমরাও আপনাদের কথার প্রতিবাদ ক'রতে জানি; তবে ভগবান মেরেছেন—তাই নীরবে গরুর মত সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি—তা হলেও জান্‌বেন ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

জ্ঞানরঞ্জন—আরে আছে ত আছে, এখন টাকা দিয়ে তবে কথা ক বেটা ছোট লোক।

ধনদাস—ওঃ ভগবান, ধৈর্য্য দাও আমায় সইতে, আর জন্মে না জানি কত পাপ ক'রেছিলুম নারায়ণ! তাই এ জন্মে মানুষ হোয়েও পশুর মত সব কাণ পেতে সহ্য ক'রে যেতে হ'চ্ছে।

রামনারায়ণ—ওহে ধনদাস, বলি তোমার মতলবখানা কি! তবে কি ব'লতে চাও সব টাকা রেহাই ক'রে দিতে তোমার ঐ দু ফোঁটা চোখের জল দেখিয়ে!

জ্ঞানরঞ্জন—এ্যাঁ এ্যাঁ দোহাই জমিদার বাবু! ঐ-রে-রে-রেহাই করা কথাটা ঢোকের সঙ্গে গিলে নিন্, আর কখনও ভুলেও ব'লবেন না। আপনি হুকুম দিন, ও বেটার বাস্তু বেচে আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ নেব, আমার নাম জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী।

ধনদাস—তাই তাই করুন, আমার বাস্তু বাড়ী বেচে নিন, গতর খাটিয়ে নিন।

রামনারায়ণ—তাহ'লে চৌধুরী বাবু, আপনি ঐ ধনা বেটার বাস্তু বাড়ীখানা নিয়েই সমস্ত টাকা রেহাই করুন।

জ্ঞানরঞ্জন—আজ্ঞে তা-তা আপনি যখন ব'লছেন তখন কি আর আপত্তি করা চলে, তবে সুদের বদলে এষ্টেট্ পত্রাদিগুলো ত আর হুজুরের বিচারে বাদ প'ড়বে না। এখন হুজুর থেকে ওকে ব'লে দেওয়া হোক, আজ থেকে ওরা যেন আর কেউ বাড়ীর ত্রিসীমানা স্পর্শ না করে, মোট কথা রিক্ত হস্তে গৃহ পরিত্যাগ।

রামনারায়ণ—ওহে ধনদাস, সব শুনলে ত? চৌধুরী বাবু কেবল তোমার ঐ ভাঙ্গা বাড়ীখানা নিয়েই দয়া ক'রে তোমাকে ঋণ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। আজকের মধ্যেই তোমাকে বাড়ী ছাড়তে হবে, কোন ওজর আর চ'লবে না বাপু।

ধনদাস—একি, একি বিচার জমিদার বাবু! তবে আমি ছেলে পিলে নিয়ে কোথায় থাক্‌বো! হুজুরের বিচারে আমি কি একটা কুঁড়ে করবার মত স্থানও ভিক্ষে পাব না?

রামনারায়ণ—আরে না-না বেটা যা, ঋণ শোধ হয় না আবার ফেরত!

জ্ঞানরঞ্জন—দিন্ না দিন্ না আপনি হুকুম দিন্ না, বেটা ছোট লোকের গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করি।

ধনদাস—না-না আমি যাচ্ছি! তবে জেনে রাখবেন আপনারা, এত পাপ কখনও বিধাতা সইবেন না। জেনে রাখবেন গরীব ছোট লোকদের কেউ না থাকলেও ঈশ্বর আছেন মাথার ওপর।

(স্বগত) হায় ঈশ্বর! এও কি সহ্য করতে হবে। একমাত্র স্নেহের দুলাল কাঙ্গালকে নিয়ে জন্মভূমির ভাঙ্গাবাড়ীতে উপুড় হোয়ে প'ড়ে থাকতুম তাও কি তোমার সইল না জগদীশ্বর! সত্যই নারায়ণ তুমি যাকে ঘৃণা ক'রেছ জগতে সবাই যেন তাদের এমনি ভাবে শাসন করে।

[ধনদাস ও অর্জ্জুন সিংএর প্রস্থান।

রামনারায়ণ—কেমন চৌধুরী বাবু বিচার দেখলেন ত?

জ্ঞানরঞ্জন—(আসন গ্রহন করিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ বিচার ব'লে বিচার একেবারে যুধিষ্ঠিরের বিচার! সাধে কি আর ভগবান্ আপনাকে জমিদার ক'রেছেন! মানীর মান আপনি না হোলে বুঝবে কে! তাতেই ত বলি এই সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে যদি একটা একটা আমীর ওমরাহ মেজাজের লোক থাকৃত তবে কি বেটা ছোট লোকদের এত স্পর্দ্ধা বাড়ত? ব'লতে

কি জমিদার বাবু আজ কালের বাজারে এই এই আপনার মত জমিদার হোয়ে যদি গরীব প্রজাদের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রতেই না পারলেন তবে আর বাবু জমিদার কেমন ক'রে।

রামনারায়ণ—তা না হয় হোল চৌধুরী বাবু, এখন ঠিক ক'রে বলুন এর আগে যা কথাবার্ত্রা ছিল তাই হবে ত! কারণ ঐ বাড়ীখানা আমার বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে, ওটা কাছারী বাড়ী ক'লে একরকম মন্দ হবে না।

জ্ঞানরঞ্জন—তার আর কথা আছে জমিদার বাবু! বেটা চাষার বাবা ছোট লোক হোলেও বেশ পছন্দ ক'রে হাল ফ্যাসানের ঐ বাড়ীখানা তোয়ের ক'রে ছিল। ব'লতে হ'লে ওবাড়ী আপনারই উপযুক্ত, এই ধরুণ আমরা মধ্যবিত্ত কুশীদজীবি লোক, টাকাই আমাদের গায়ের রক্ত, কেবল মাত্র ও বেটাকে উনিশ টাকা পাঁচ আনা দেওয়া ছিল, তার সুদ সমেত বর্ত্তমান সাল তক দাবী টাকা সর্ব্ব সমেত ৪১৬৸৴৫ পাওয়া যাচ্ছে, তার ওপর আর কি কোন ওজর আপত্তি চলে।

কথায় বলে টাকাই সংসারের আপনার লোক, টাকা থাকলে কুঁড়ে ঘরে শুয়েও সুখ পাওয়া যায়।

রামনারায়ণ—[পকেট হইতে কতকগুলি জাল নোট ও একখানি কোবালা বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিয়া] তা হ'লে চৌধুরী বাবু আপনি এইবার সমস্ত টাকা গুণে নিয়ে এই বিক্রী কোবালায় দস্তখত করুন। (কোবালা খানি চৌধুরী বাবুর হস্তে দিলেন)।

জ্ঞানরঞ্জন—(কোবালা লইয়া স্বাক্ষর করিতে করিতে) আজ্ঞে তা দিলেই হ'চ্ছে, নিলেই দিতে হয়, তার আর কথা আছে। (কোবালা প্রত্যর্পণ করিয়া টাকা হস্তে লইল)।

রামনারায়ণ—বেশ ক'রে দেখে নিন চৌধুরী বাবু এগুলো সব দশ দশ টাকার নোট!

জ্ঞানরঞ্জন—(টাকা গণিতে গণিতে) আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি ত দিতেই বসেছেন, নজরটাও বেশ ভাল নয়, চশমা জোড়াটাও ফেলে এসেছি।

রামনারায়ণ—দেখুন চৌধুরী বাবু, ধনা বেটার বাড়ীটার প্রতি আমার অনেক দিন থেকেই নজর প'ড়েছিল, নিতে পারিনি কেবল লোক লজ্জার ভয়ে। জমিদার হ'য়ে একটা গরীব প্রজার পৈত্রিক বাস্তু বাজেয়াপ্ত করাটা কেমন যেন দেখায়, তা এখন দেখছি জলেই জল বাড়ল, আপন হ'তেই এল যখন, তখন আর ছাড়ি কেন।

জ্ঞানরঞ্জন—আজ্ঞে হ্যাঁ তার আর কথা আছে, ঐ ওদেরও যখন এই আপনার মত প্রতাপ ছিল, তখন ঐ ধনা বেটার বাবা টাকার ছিনিমিনি খেলত, শেষে পাঁচ জনের বলা কওয়ায় ঐ হাল ফ্যাসানের বাড়ীখানা তোয়ের ক'রে বেটা চাষাকে ছ-মাসও ভোগ ক'রতে হোল না। ছোট লোক বেটাদের কপালে অতখানি সুখ সইবে কেন! এত দিন পরে বাড়ীটা যোগ্য পাত্রে প'ড়ল, কাছারী ত কাছারী, ম'শায়ের বিলাস ভবন কোল্লে আরও উত্তম হয়। আর আপনাদের মত বড়লোক যদি গ্রামের বুকে ব'সে যা ইচ্ছে তাই করেন তা হ'লে কোন বেটার টুঁ শব্দ করবার যো-টি নেই।

রামনারায়ণ—হ্যাঁ সময়ান্তে যা হোক একটা করা যাবে, এখন আপনি দখল করিয়ে দিলেই হ'চ্ছে। [উভয়ের প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কাল প্রভাত।

স্থান—চাঁদপুর ক্ষুদ্র পাঠশালা।

[সুধীর, বিমল, অনিল প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ]

সুধীর—ঐ বুঝি ক্যাঙ্গলা আস্‌ছে! দ্যাখ অনিল আমরা ভাই আর কেউ ওকে ছোঁব না। আমার বাবা বলেন ওরা নাকি ভারি নোংরা, ওদের গায়ে লেগে থাকে শুধু ধূলো আর কাদা।

বিমল—দের আহাম্মুক, ওরা যে সৎ-শূদ্দুর চাষার ছেলে, ওরা যাই মাটী চোষে ধান আজ্জায় তাই সবাই ভাত খেতে পাই। ওরা কাপাস আজ্জে যাই তুলো তোয়ের করে তাই বাবুদের কাপড় জামা হয়। আমার বাবা বলেন ওরা লক্ষ্মী মায়ের বর পুত্তুর!

অনিল—তা ব'লে ত আর আমাদের মত ভদ্রলোক হতে পারে না! এই দ্যাখ না আমাদের পায়ে জুতো, গায়ে জামা, আর ওদের গায়ে লেগে থাকে শুধু কাদা আর কাদা।

বিমল—হ্যাঁ ভাই তুই ঠিক বলেছিস, আজ থেকে কেউ আর আমরা ক্যাঙ্গলার কাছে বোসব না, পড়াও বলে দেব না, আর আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে গেলে তাড়িয়ে দেব। কেমন অনিল তোরও ত ভাই ওই মত্?

[দ্রুত পদে কাঙ্গাল মুড়ি খাইতে খাইতে প্রবেশ করিল]

কাঙ্গাল—হ্যাঁ ভাই বিমল, সুধীর, অনিল তোরা সব আমাকে দেখে পালিয়ে এলি কেন ভাই? আমি তোদের সবাইকে কত ডাকলুম কেউ তোরা সাড়া দিলি নে, কেন ভাই আমি তোদের কি কোরেছি? একি! কথা কচ্ছিস্‌নে যে, বল্ না ভাই আমার কি দোষ হোয়েছে।

সুধীর—হাখ ক্যাঙ্গলা আজ থেকে তুই আর আমাদের ছুঁস্ নে, একটু তফাতে বোস্। আমরা হচ্ছি বড়লোক, আর তোরা ছোটলোক, আমার মা বলেন ছোট লোকদের ছুঁলে চান্ করতে হয়। তোর সঙ্গে মিশলে আমরাও তা হ'লে তোর মত নোংরা হোয়ে যাব। ঐ হাখ তোর ছেঁড়া কাপড়ে কত ধূলো কাদা লেগে রয়েছে। আমাদের এমন সাদা সাদা কাপড় জামা এখুনি সব কালো হোয়ে যাবে, তুই স'রে দাঁড়া।

[সুধীর ধাক্কা মারিল]

কাঙ্গাল—তা ভাই তোরা যদি কেউ না ছুঁস্ আমায় তবে আর কি কোরব বল্! ভগবান্ আমাদের গরীব ক'রেছেন, গরীব মানুষই আমাদের আপনার লোক, ক্ষিধে পেলে গরীব লোকের কাছে গেলে তারা নিজের খাবার থেকে আমায় খাওয়াবে। আর বড়লোকের কাছে গেলে মার ছাড়া আর কিছুই খেতে দেবে না। আমার মা বলেন মানুষকে দেখে ঘৃণা ক'রতে নেই, সবাই একই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। ভাগ্য ফলে কেউ বড়লোক হ'য়ে গরীব নিরীহ বেচারীদের ওপর অত্যাচার ক'রে বেড়াচ্ছে, আর কেউ বা ছোটলোক হয়ে ভদ্রলোকদের দুয়ারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে প'ড়ে থাকে। আর যারা চাষ বাস ক'রে খায় তাদের নোংরা, ছোটলোক ব'লে চাক্‌রে

দাবুরা গাল দেয়। আচ্ছা বল্ দেখি ভাই সব, চাকর হোয়ে বাবু সাজার চেয়ে চাষ বাস ক'রে চাষা হওয়া কি ভাল নয় ?

সুধীর—ভাল কি মন্দ অত শত বুঝি নে, যা বল্লুম তাই। এখন নে তুই ভাই এই খান্‌টায় বোস্ !

[হাত ধরিয়া বসাইতে যাইয়া কাঙ্গাল মুড়ি ছড়াইয়া ফেলিল]।

অনিল—হ্যাঁরে ক্যাঙ্গলা তুই কল্লি কি ? এঁটো মুড়ি গুলো সব ছড়ালি ? পাঠশালটা যে এঁটো হোয়ে গেল ! বই দপ্তর সব ধুতে হবে দেখছি।

বিমল—এ্যাঁ এ্যাঁ তাই-ত তাই-ত আমার যে সব নূতন বই, ধোব কেমন ক'রে !

[বিমলের ক্রন্দন]

সুধীর—ওরে বেম্‌লা তুই অত কাঁদছিস্ কেন ? চুপ কর্‌না, পণ্ডিত-মশাই এলে আমরা সবাই ব'লে দেব এখন, দেখবি মারের চোটে তোর ব'য়ের দামের ডবল আদায় হ'য়ে যাবে।

অনিল—আরে যখন যা হবে তখন তা হবে, এখন মারি আয় না ওকে।

[সকলে মিলিয়া কাঙ্গালকে প্রহার করিতে লাগিল, কাঙ্গাল কাঁদিতে লাগিল]

কাঙ্গাল—ওরে ভাই সব তোদের পায়ে পড়ি আর আমায় মারিস্‌নে ভাই, সত্যই আমার ঘাট হোয়েছে আর এমন কাজ কখনও ক'রব না, আর কোন দিন ভাই মুড়ি খেতে খেতে পাঠশালে আসব' না। উঃ গেলুম বাবা আর বোধ হয় বাঁচবো না।

অনিল—আগে বল্ ব'য়ের দাম দিবি কি না ?

কাঙ্গাল—ভাই অত ব'য়ের দাম আমি কোথায় পাব! আমার মা বাবা যে বড় গরীব, সময়ে পেট ভ'রে ভাত খেতে পান না। এই ছাখ ভাই লোকের দেওয়া ছেঁড়া কাপড় প'রে পাঠশালে এসেছি।

সুধীর—ওরে বেম্‌লা দে দে আজকের মত ওকে ছেড়ে দে, কাল্‌কে আবার মেরে মেরে ব'য়ের দাম শোধ ক'রে নিবি।

উভয়ে—তবে যা আজকের মত রেহাই পেলি, কাল কিন্তু দাম চাই নইলে ফের মার খেতে হবে।

কাঙ্গাল—(স্বগত) হায় ভগবান্! তুমি গরীব মানুষদের কেন সৃষ্টি ক'রেছিলে! গরীবের ছেলেরা কি এমনি ভাবে মার খেয়ে খেয়েই মানুষ হবে! অনাথের পীড়ন, ভাল মানুষের শাস্তি, গরীবের ওপর অত্যাচার না ক'রলেকি আর ভদ্রলোক হওয়া যায় না! আমার মা বাবা গরীব তাই পাঠশালের মাইনে দিতে পারেন না ব'লে পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী মুটে মজুর খেটে দেন। তবুও তিনি সময়ে সময়ে মাইনের তাগাদা করেন, আজ আবার এ কথা শুন্‌লে হয় ত নাম কেটে তাড়িয়ে দেবেন। হায় ভগবান্ তবে আমার লেখা পড়া শেখবার কি হবে!

[পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের প্রবেশ]

গৌরকিঙ্কর—কেন রে সুধ্‌রে পাঠশালে এত গোলমাল হচ্ছে কেন রে?

সুধীর—পণ্ডিত মশাই এই ক্যাঙ্গলা ছোঁড়াটা ভারী বজ্জাত, এঁটো মুড়িগুলো সব পাঠশাল ময় ছড়িয়ে ক্ষিধেয় পড়ে কাঁদ্‌ছে।

অনিল—পণ্ডিত মশাই ক্যাঙ্গলা পাঠশাল সক্‌ড়ি ক'রেছে মুড়ি ছড়িয়ে ফেলে।

গৌরকিঙ্কর—কৈরে কৈরে বেটা এঁ্যা আমি মাড়ালুম নাকি! দুর্গা দুর্গা, বেটা নোংরার পো ছোট লোক বেটার জ্বালায় আর জাত থাকল না দেখছি।

এই সকাল বেলায় চান্ না করিয়ে আর ছাড়লে না দেখছি। হ্যাঁরে ক্যাঙলা তো বেটাদের কি আর ভাত জোটে না রে, তাই রোজ রোজ মুড়ি খেতে খেতে পাঠশালে আসিস্, আর কোন দিন যদি এমনটি ক'রবি তবে পাঠশাল .থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। গরীবের ছেলের আবার লেখা পড়া শেখবার দরকার কি, উঁ দোষ ক'রে আবার প্যামনা করা হচ্ছে। ফের যদি কাঁদবি তবে ঐ গালে এক চড় বসিয়ে দেব।

কাঙ্গাল—আজ্ঞে না ওরা আমায় মেরেছে।

গৌরকিঙ্কর—বেশ ক'রেছে মেরেছে তা হ'য়েছে কি, গরীব চাষার ছেলে মার খাবি নে ত কি আর মোণ্ডা খাবি! এখন কই দে দেখি তোর দু মাসের সিদের চাল ডাল গুলো।

কাঙ্গাল—পণ্ডিত মশায় জানেন ত আমরা বড় গরীব। আমাদের ঘরে একটীও চাল নেই, মায়ের অসুখ করেছে ব'লে বাবা মজুর খাটতে যেতে পারেন নি। এক রকম আমরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছি।

গৌরকিঙ্কর—আরে গরীব মানুষ ত গরীব মানুষ তার আবার হ'য়েছে কি, ঘরে চাল নেই ত মাকে ধান ভান্‌তে ব'লগে না। আর তুই বেটা সহর বাজারে গিয়ে সাহেবের খানসামা কিম্বা ঘোড়ার আস্তাবলে চাক্‌রী পাবি।

কাঙ্গাল—পণ্ডিত মশাই আমাদের প্রতি একটু দয়া করুন, এই দুমাসের সিদের চালগুলো রেহাই করে দিন।

গৌরকিঙ্কর—না—না রে বেটা আহাম্মুখ তা কখনও পারব না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তিন পোয়া চালের জন্যে তিন ক্রোশ রাস্তা ছুটোছুটী করি, ঘরে চাল নেই ত আমার কি। ফের যদি অমন কথা ব'লবি বেতের চোটে ভূত ভাগিয়ে দেব। ওরে সুধ্‌রে এ ব্যাটাকে চেয়ারে বসিয়ে দেত! ব্যাটা ছোট লোকের ছিঁচ কাঁদুনির শাস্তি হ'য়ে যাক্।

[চেয়ারে বসাইতে সকলেই টানা টানি করিতেছে, কাঙ্গাল কাঁদিতেছে]

কাঙ্গাল—দোহাই পণ্ডিত মশাই আপনার পায়ে পড়ি অমন শাস্তি দেবেন না। কাল থেকে আমি কিছু খেতে পাইনি, চেয়ারে বসালে এখুনি বোধ হয় মরে যাব।

গৌরকিঙ্কর—ওঃ বেটার আবার ঢং দেখ না। খেতে পাসনি ত আমার কি রে, ম'রে যাবি ত যা না বেটা, গরীবের ছেলের বাঁচা অপেক্ষা মরণই ভাল।

[চেয়ারে বসিয়া কাঙ্গাল কাঁদিতে কাঁদিতে]

কাঙ্গাল—ওগো পণ্ডিত মশাই গো ম'রে গেলুম গো, আমায় আজকের মত রেহাই করুন পণ্ডিত মশাই, কাল আমি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে সব সিদের চাল এনে দেব এখন।

গৌরকিঙ্কর—ছাখ ব্যাটা এনে দিবি ত?

কাঙ্গাল—আজ্ঞে হ্যাঁ পণ্ডিত মশায় আমি সব এনে দেব।

গৌরকিঙ্কর—দেখিস্ ব্যাটা একটা চালও কম হবে না ত?

কাঙ্গাল—আজ্ঞে না পণ্ডিত মশাই একটা চালও কম হবে না।

গৌরকিঙ্কর—তবে নে বেটা আজকের মত রেহাই, কাল কিন্তু আসল সিদের সুদ সমেত আদায় নেব !

ওরে বিম্‌লে ছুটীর ঘণ্টা দে। সব বাড়ী গিয়ে পড়া ক'রবি, যা ব্যাটারা আজকের মত বেঁচে গেলি।

সুধীর—ওরে ভাই সব পাত্তাড়ি গুটো, আজকে চাল আদায়ের ছুটী।

সকলে—এবারে পণ্ডিত মশাই পেন্নাম হই।

[ছাত্রগণের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

গৌরকিঙ্কর—না আজ কালকের বাজারে ফাঁকি দিয়ে চাকি লোটা টা মোটেই চলে না। এই পাড়াগাঁয়ের ছোট লোক বেটারাও দিনে দিনে শিক্ষিত হতে চলেছে। উপায় পন্থা দেখলে অমনি প্রতিবাদ করে বসে; আর আমাদের মত অকর্ম্মন্য সন্ধিবাগিস পণ্ডিতগুলোর দিন পাত হয় কি করে। সুখী বল্‌তে হয় ত ঐ চাষা বেটারা, বেটা ছোট লোকদের মান ইজ্জতের ভয় ত মোটেই নেই। পোষাক পরিচ্ছদ না হলেও চলে যায়। আর ভদ্র মজলিসে বেশী কথাবার্ত্তাও কইতে হয় না, আর এই আমাদের মত ভদ্র লোকের কেবলই টাকার দরকার। টাকা নইলে যশ বাড়ে না, মরার শ্রাদ্ধ হয় না। যৌবনোন্মত্তা কন্যাকে টাকার অভাবে বাপের গলগ্রহ হয়ে আজীবন মদন পূজায় দিন কাটাতে হয়।

টাকাই সংসারের মূল, টাকা না থাকলে রাজায় চেনে না প্রজায় মানে না, পরিণীতা ভার্য্যা সুন্দরীও যত্ন করে না, সর্ব্ব কর্ম্মাগ্রে টাকা, রূপিয়া রৌপ্য মুদ্রা চাই, তা ডাকাতি করেই হোক আর মানুষ মেরেই হোক।

শাস্ত্রে বলে ন চ ঋণঃ কুত্রাপি—ঋণ দান যুগে যুগে। এত দিন এই আড়াই গজা টিকি নেড়ে সাদা ধবধবে উপবীত গুচ্ছ ছত্রিশ জাতের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদ বিক্রী করে যাও বা লক্ষ্মী মায়ের বর পুত্তুর হলুম, অমনি চতুর্থ পক্ষে বিয়ে হল এক ষোল বছরের কামিনীর সঙ্গে, তার প্রেম সম্পত্তি ভোগের ফলে বাবা মদন দেবতার আশীর্ব্বাদে হোল কিনা একটা কন্যা। সেও আজ ষোল বছরে পা দিয়েছে, এ বছরে যেমন করেই হোক বিয়ে না দিলে আর মুখ থাকে না দেখছি।

তবে হিন্দু ঘরের বয়স্থা মেয়ে, বিয়ে দেওয়া ত আর সহজ কথা নয়, এক কেঁড়ে টাকা চাই। সে দিন আমার শিষ্যের বাড়ীর গোবরা এসে বলে গেল তাদের বাড়ীর কাছে নাকি একটা চতুর্থ পক্ষের বিবাহ যোগ্য পাত্র আছে, সে নাকি টাকা কড়ি কিছুই চায় না তবে বয়সটা একটু বেশী, তা এমন কিছু না হলেও আমার চেয়ে দুচারবছরের যদি বড় হয়, তা হোক মেয়ে বিদেয় ত হবে। পরস্পরায় শোনা যাচ্ছে সে নাকি আবার জমিদার, দায় বিপদে চাইলে দশ টাকা পাওয়া যাবে। তবে এখন গিন্নি মাগী মত্ দিলে ত বাঁচি!

[প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য—কাল অপরাহ্ন।

স্থান—চাঁদপুর, ধনদাসের বাটী।

[পদ্মাবতী শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছে।]

পদ্মা—হায় ভগবান এতখানি অভাগিনী ক'রে কেন গড়েছিলে আমায়! শৈশবে মাতৃহারা হ'য়ে একমুষ্টি অন্নের জন্যে লোকের দুয়ারে দুয়ারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হলুম, তারপর পরিণয় হ'ল দেবতা কুবেরের ন্যায় এক ধনীর সঙ্গে।

[শয্যা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।]

অভাগিনী আমি, তাই আমার পদস্পর্শে শ্বশুরের লক্ষ্মীর মন্দির সম সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হ'ল। রামমূর্ত্তি স্বামী আমার দিনে দিনে শুকিয়ে কাঠের মত হ'য়ে যাচ্ছেন। তাঁর মুখের পানে চাইলে তাঁর সেই বুকের পাঁজরাগুলো যেন আমায় রাক্ষসী ব'লে ধিক্কার দেয়। যাঁদের বাড়ীতে একদিন গোলাভরা ধান, গোয়ালভারা গরু ছিল জমিদার রামনারায়ণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির ফলে আজ তাঁরা কড়ার কাঙ্গাল—সহায় সম্পদহীন, ঘৃণ্য ছোটলোক ব'লে সকলকারই উপেক্ষার পাত্র হ'য়েছে।

হায়রে দারুণ বিধি, হায় মা বিচিত্র কর্ম্মভূমি, বল্ বল্ মা পাষাণী শত দুঃখভাগিনী পদ্মা বুক চিরে দেখাবে কি বেদনার সন্ধিস্থল তোকে! সত্যই কি মা এ বেদনার আরাম নেই—শান্তি নেই—উপশমের কোন উপায় নেই। একজন দুর্ধর্ষ কুশীদ ব্যবসায়ী অনাথ গরীব লোকের স্ত্রীর ওপর যথেচ্ছা ব্যবহারে তাকে মৃত্যুসম যন্ত্রণা দিয়ে গেল, গ্রামের লোক কেউ তাকে ধ'রলে না—বাধা দিলে না—নিষেধ ক'রলে না। সবাই দেখতে লাগল'—হাসতে

লাগল'। তার ওপর আজ আবার আমার নির্দ্দোষী স্বামীকে দরোয়ান দিয়ে ধ'রে নিয়ে গেল, জমিদার রামনারায়ণ। না জানি সিংহের আক্রমণে কুসুম প্রাণ স্বামী আমার কত না শাস্তি ভোগ ক'চ্ছেন। হায় ভগবান এতখানি নিষ্ঠুরতা দিয়ে কেন গ'ড়েছিলে নারায়ণ!

[ক্লান্ত ভাবে ধনদাসের প্রবেশ]

ধনদাস—পদ্মা পদ্মা একটু জল—একটু জল দাও শীগ্‌গীর, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে পদ্মা, মুখে কিছু ব'ল্‌তে পাচ্ছি নে! মাথাটা বড় ঘুরছে, পায়ের নীচে থেকে মাটী গুলো যেন সব স'রে যাচ্ছে, আমায় ধর পদ্মা প্রাণ যায়।

পদ্মা—এই যে আমি, স্বামী! দাসী তা আগে থেকেই জোগাড় ক'রে রেখেছে। আমার কোলে মাথা রেখে শোও দেবতা আমি বাতাস করি! আমি যে তোমার জীবন মরণের সঙ্গিনী, পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁত দিয়ে তুলে দেব নাথ!

[ধনদাস স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া]

ধনদাস—আঃ একটু সুস্থ হলুম! হ্যাঁ তুমি এখন কেমন আছ পদ্মা?

পদ্মা—এ হতভাগিনী কি আর তোমার কোলে মাথা রেখে ম'রতে পারবে প্রাণেশ্বর! বুকের বেদনাটা একটু সেরেছে বটে তবু রক্ত ওঠা এখনও বন্ধ হ'য় নি। তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবার পর আরও দু তিনবার রক্ত উঠেছিল মুখ দিয়ে, তাই অমন ক'রে শুয়েছিলুম।

ধনদাস—(স্বগত) হায় ভগবান্ আর কত সহাবে! অন্ধ, অজ্ঞ, স্বার্থপর ভদ্রজাতির দৃষ্টি পথে এরূপ আর কত কর্ম্মফল দেখাবে প্রভু! পতনোন্মুখ মানবের এ ত নয় জ্ঞানের বিচিত্র ছবি! এ যে তাদের সৌন্দর্য্যের

আধার—উপহাসের গল্প—বিদ্রূপের বস্তু। (প্রকাশ্যে) আর জন্মে না জানি পদ্মা আমরা কত না পাপ ক'রেছিলুম তাই এ জন্মে তার শাস্তি কড়ায় গণ্ডায় ভোগ ক'রতে হচ্ছে তোমায় আমায় সবাইকে!

পদ্মা—ওগো তুমি অত ভেবো না মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে। তোমার চরণ সেবিকা পদ্মের জলই যে তার স্থল, সে জল হ'তেই জন্মেছে—জলেই শুকিয়ে ঝ'রে যাবে। যা হবার তাই হবে, তুমি অত কথা ক'য়ো না আবার দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বে।

ধনদাস—আচ্ছা, কাঙ্গাল কোথায় গেছে পদ্মা?

পদ্মা—তার এখন পাঠশালের ছুটী হ'য়নি আর এল ব'লে, এখন তুমি কিছু খাবে কি?

ধনদাস—তা কই কি খাবার আছে পদ্মা। এনে দাও সব চেয়ে ক্ষিধের জ্বালাটাই আমায় অধীর ক'রে তুলেছে।

পদ্মা—হ্যাঁ আছে বৈ কি, কাল তুমি মজুর খাটতে গিয়ে যে চাল এনেছিলে তা আমি সবগুলো রেঁধেছি। তোমার সেই বাড়া ভাত যেমনকার তেমনি রয়েছে। একটু অপেক্ষা কর আমি এনে দিচ্ছি।

[পদ্মাবতী ভাত আনিতে গমন করিল]

ধনদাস—(স্বগত) বুঝতে পাল্লুম না আমার অকলক্ষী পদ্মা মানবী না দেবী, কোন অমরার ঝরা ফুল আমার ভাগ্যাকাশে ঝ'রে প'ড়েছে শুধু আমায় শাস্তি দিতে।

[পদ্মাবতী স্বামীর মুখের নিকট ভাত আনিয়া নামাইল]

পদ্মা—তুমি ভাত খাও আর আমি বাতাস করি তোমার গায়ের ঘাম গুলো সব ম'রে যাবে এখন।

ধনদাস—(উঠিয়া আহারে বসিল) ওহো এত ভাত থাকতে তুমি এখনও যে খাওনি, আমার জন্যে তুমি শুকিয়ে আছ কেন পদ্মা, আমার কাঙ্গালের জন্যে আর তোমার জন্যে রেখেছ ত ?

পদ্মা—হ্যাঁ তার আমার সবাইকের আছে, তুমি খাও তারপর কথা ব'লঃএখন।

[কাঙ্গাল পাঠশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল]

কাঙ্গাল—মা মা আমার বাবাকে কারা ধ'রতে আস্‌ছে, হ্যাঁ বাবা, আপনি ওদের কি ক'রেছেন, ওরা কারা বাবা ?

ধনদাস—ওরা ভদ্রবেশী দস্যু গরীবের যম রে কাঙ্গাল, ওদের সব ঘরবাড়ী বিক্রী ক'রেছি।

পদ্মা—এ্যাঁ কি কি ব'ল্লে ! ঘর বাড়ী সব বিক্রী ক'রেছ ওদের ! হা ভগবান এ কি শোনালে !

ধনদাস—আঃ চুপ কর পদ্মা, এখ্‌নি ওরা এসে প'ড়বে, টুঁটী টিপে মারবে তোমায় আমায় সবাইকে !

পদ্মা—তবে তবে কি সত্য সত্যই সব বাড়ী ঘর বিক্রী ক'রে দিয়েছ ! তবে তবে আমরা কোথায় থাকবো আমার কাঙ্গালকে নিয়ে।

ধনদাস—ঐ গাছ তলায় থাক্‌তে হবে পদ্মা ! বনের ফল আর নদীর জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাব ! মানুষ বাঁচে ত না খেয়েই বেঁচে থাক্‌বে।

পদ্মা—ওগো তুমি ক্ষেপেছ নাকি! হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হোল গো আমাদের! ওগো ওগো তুমি বল গো এমন কাজ কেন ক'রলে!

ধনদাস—কেন ক'রেছি তা শুনবে পদ্মা! ঋণের দায়ে। আজ কৌশল ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মহাজন সব জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে। উনিশ টাকা পাঁচ আনা আসল আর তার সুদ সমস্তই আদায় নিয়েছে এই বাড়ী ঘর দখল ক'রে। সাবাস্ সাবাস্ দাও পদ্মা তোমার ঋণ মুক্ত স্বামীকে। আদর ক'রে বুকে আঁকড়ে ধ'রে নিয়ে চল আমায় বাড়ীর বার ক'রে। ঐ ঐ বুঝি তারা সব আস্ছে বাড়ী দখল ক'রতে—সব ঘরের তালা বন্ধ ক'রে দিতে! তুমি এখন ঘরের ভেতর যাও ওদের নজর থেকে, নইলে ওরা এখুনই মেরে ফেলবে।

(পদ্মাবতী কক্ষ মধ্যে গমন করিল)

[জ্ঞানরঞ্জন কতকগুলি তালা হস্তে করিয়া দুইজন ভৃত্য সহ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল]

রামপ্রসাদ—কোন্নি হ্যায় ধন্‌দাস। জল্‌দি বাড়ীছে নিকালো!

জ্ঞানরঞ্জন—হুঁ হুঁ বেটার আবার দাওয়ায় ব'সে কি খাওয়া হ'চ্ছে!

ভজহরি—হুকুম দিজিয়ে বাবু হাম এক ডাণ্ডাসে সব ঠাণ্ডা কর্ দেগা।

জ্ঞানরঞ্জন—ওহে ধনদাস তোমার মতলব খানা কি? এখনও যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওনি, তবে কি বে আইনি মামলা পেশ ক'রবে আদালতে?

ধনদাস—আজ্ঞে না, আমরা মুরুখ্যু সুরুখ্যু লোক, অত মালি মামলা বুঝিনে, তবে বাড়া ভাত ছিল তাই সে কটা খেয়ে নিচ্ছিলুম।

জ্ঞানরঞ্জন—তার চেয়ে বলনা বাপু যে শরীরটা একটু চাঙ্গিয়ে নিচ্ছিলুম।

উভয় ভৃত্য—আরে হামরা দুনো আদমি তো তৈয়ার হোকে আয়া হুকুম দিজিয়ে বাবু এক বখুসে ভাগা দেগা মাকান্‌সে।

জ্ঞানরঞ্জন—প্রহারেন ধনঞ্জয় ; মার নইলে ত আর ভূত ভাগে না, তা কাজে কাজেই প্রহার ক'রতে হবে।

কাঙ্গাল—(জ্ঞানরঞ্জনের পদ ধারণ করিয়া) ওগো মশায় আপনার পায়ে পড়ি আজকের মত আমাদের থাকতে দিন, এই সন্ধ্যা বেলায় তাড়িয়ে দিলে কেউ আর আমাদের আশ্রয় দেবে না।

জ্ঞানরঞ্জন—বটে রে ডানকুনীর ছানা, ওর আবার চালাকী দেখ না, বলে কিনা আজকের মত থাকতে দাও না, বাবা দস্তুর মত টাকা দিয়ে কেনা, এতে আর চালাকী খাটবে না।

পা ছাড় ব'লছি পা ছাড় নইলে রাগ সামলাতে পারবো না, ভদ্রলোকের রাগ এখুনি দপ ক'রে জ্ব'লে উঠবে, মহা প্রলয়ের সৃষ্টি ক'রবে, ওঃ বেটা ছোট লোকের ছেলেরা কি শক্ত, যেন ছিনে জোঁক, টেনে ছাড়ান যায় না, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

[জ্ঞানরঞ্জন কাঙ্গালকে লাথী মারিল, পদ্মাবতী কক্ষ মধ্য হইতে বাহিরে আসিল]

পদ্মা—কাঙ্গাল কাঙ্গাল আর পা ধরিস্‌নি বাবা, পালিয়ে আয় ওরা মানুষ মারা, এখুনি গলায় পা দিয়ে মারবে। আয় আমার কোলে আয় যাদু আমি তোকে কোলে ক'রে গাছতলায় বাস ক'রবো, মায়ের কোল যে সব চেয়ে নিরাপদ স্থান রে কাঙ্গাল।

[ভাতের থালা রাখিয়া হস্ত মুখ ধৌত করিয়া]

ধনদাস—তুমি ঘরের ভেতর যাও পদ্মা কাঙ্গালকে নিয়ে।

[পদ্মাবতী কাঙ্গালকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষ মধ্যে গমন করিল]

(করযোড়ে) চৌধুরী বাবু আমাদের প্রতি একটুখানি অনুগ্রহ করুন, ভেবে দেখুন এই সন্ধ্যা বেলায় ছেলেপিলের হাত ধ'রে আমরা এখন কোথায় যাব ?

জ্ঞানরঞ্জন—যে দিকে দু চক্ষু যায়, হয় গাছ তলায় না হয় নদীর কিনারায়, সেখানে দিবি৷ নিরিবিলি পাবে। আরামের কোলে গা ঢেলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা সুখ অনুভব ক'রবে।

[পদ্মাবতী কাঙ্গালের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া]

পদ্মা—চৌধুরী বাবু আপনি না ভদ্রলোক ? এই কি আপনার ব্যবহার, ছোট লোক চাষা ব'লে তাদের ওপর এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করার নামই কি আপনাদের ভদ্রতাই রক্ষা ! ছেলের বাবা হয়ে একটা গরীবলোকের ছেলের গলা টিপে মেরে ফেলার নামই কি আপনাদের বাৎসল্যতা !

জ্ঞানরঞ্জন—আহা বেটী দেখছি একেবারে ধর্ম্মের অবতারণাময়ী, সাক্ষাৎ দুর্গতী নাশিনী। বলি নেওয়া টাকা দিতে যদি এত কষ্ট ব'লেই মনে হয় তবে স্বামীকে নিষেধ কল্লেই হোত। হবে না হবে না, ওসব ন্যাকামী ছেড়ে এখন সোজা কথায় বাড়ীর বার হ'য়ে যাও নইলে আমি আজ কারও খাতির ক'রব না। দেখছ না কাদের সঙ্গে ক'রে এনেছি, হুকুম দিলে আর রক্ষে নেই। ওরে বেটা ছাতু খোরের দল, কাঠের পুত্তলিকা মাফিক দণ্ডায়মান রহেগা ? ওদের নড়া ধ'র্‌কে বাড়ীর বার ক'রে দে ব'লছি।

[রামপ্রসাদ ও ভজহরি, পদ্মাবতী ও কাঙ্গালকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে উদ্যত]

ধনদাস—না, না, আর কিছু ক'র্‌তে হবে না আমরা এখুনি যাচ্ছি।

পদ্মা—দয়া হোল না চৌধুরী বাবু! দয়া হোল না! তবে আর কার কাছে কাঁদব নারায়ণ! আজ থেকে তুমিই আমাদের দেখো পরমেশ্বর! ধর্ম্মের কাছে কি কর্ত্তব্যের কোন স্থান নেই! আয় আয় বাপ কাঙ্গাল তুই আমার কোলে আয়, তোকে কোলে ক'রে, স্বামীর হাত ধ'রে উন্মুক্তা বিহঙ্গমার ন্যায় যেথানে ঋণের দায় নেই আমরা সেইখানে চ'লে যাই।

ধনদাস—(উঠিয়া) পদ্মা, পদ্মা আমাকেও ধ'রে নিয়ে চল, আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরছে, এখুনি হয় তো ওলট পালট হয়ে যাবে পথ খুঁজে পাব না পদ্মা!

[কাঙ্গাল গাহিতে লাগিল]

গীত।

কাঙ্গাল—

ঋণের দায়ে বাড়ী ছেড়ে
চলিলাম ওগো কাননে।
ক্ষুধার অন্ন দিলে না খেতে
নিঠুর নিদয় মহাজনে॥
কোথায় যাবো গো মা—কে আছে আমার
নেবে কোলে তুলে, কোথায় যাব গো মা—

আয় আয় ব'লে কেবা প্রাণ খুলে কে আর ডাকিবে মা
কে আর ডাকিবে—বিশ্ব আবাহনে ॥

[পদ্মাবতী কাঙ্গালকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর হস্ত ধরিল ও ধনদাস স্ত্রীর স্কন্ধে ভর দিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল]

জ্ঞানরঞ্জন—[রামপ্রসাদ ও ভজহরির প্রতি] যা যা তোরা শীগগীর তালা বন্ধ ক'রে দিগে।

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের বসতবাটী।

[পণ্ডিত গৃহিণী কমলা গৃহের দাওয়ায় পদচারণা করিতেছে]

কমলা—আজ কালকার বাজারে বিয়ে দেওয়া, বিয়ে দেওয়াটা যেন একটা কাজ হ'য়ে প'ড়েছে। আইবুড়ো মেয়ে কি যেন একটা গলগ্রহ। একমাত্র মেয়ে আমার, কেন তার এখুনি বিয়ে দেব! তার খাওয়া পরার দুঃখ কি! মা সরস্বতীর ইচ্ছেয় আমাদের প্রভা একটু গাইতে বাজাতেও শিখেছে। মেয়ে নেবে আবার ঘর থেকে এক কেঁড়ে টাকা দিতে হবে! মুখে আগুন অমন বিয়ে দেওয়ার! সে দিন কোথা থেকে দেখ্‌তে এসেছিল এক ব্যাটা মড়ুই পোড়ান বামুন কি ভাত রাঁধুনীর পো, এসে কত নিন্দে ক'রে গেল, ভদ্র ঘরের লেখাপড়া শেখা মেয়ে, সাজান গোছান দেখে ব'ল্লে কিনা মেয়ে বয়স্থা। ছ্যাৎ তোর বিয়ে দেওয়া! আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে না হ'লে দু কথা শুনিয়ে দিতুম তাকে। যাই, এখুনি হয়ত উনি আবার আসবেন—

(প্রস্থানোদ্যত)

[সহসা পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের প্রবেশ]

গৌরকিঙ্কর—গিন্নী, ও গিন্নী চাকর বেটা কোথায় গেছে ব'লতে পার কি ?

কমলা—আহা তোমার চাকর নয় ত যেন পুষ্যিপুত্তুর, হঠাৎ বাবু। তোমায় ছোট লোক বিটুলে চাকর রাখতে এত ক'রে নিষেধ করি তা তুমি ত আর আমার কথা মোটেই শোন না! তাই ডাকের মাথায় হাজিরও থাকে না। একটা ভদ্র ঘরের ছেলে দেখে চাকর রাখ্‌লে আহা দুটো প্রাণের কথা ক'য়ে বাঁচতুম! এই দেখনা সকাল থেকে উঠে সমস্ত দিন কেবলই কাজ কেবলই কাজ। মেয়েটাকে এক আধবার রান্নাঘরে ঢুক্‌তে হয় ব'লে তার রূপের গায় কেমন যেন একটু দাগ লেগে গেছে। একে আইবুড়ো মেয়ে তাতে কি আর আগুনের ঝাঁঝ সহ্য ক'রতে পারে! সত্যি কথা ব'লতে কি সে দিন সহর থেকে দেখতে এসে তোমাকে কত নিন্দে ক'রে গেল। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে হাঁড়ি ঠেলাটা কেমন যেন একটা দেখায়। তাই আজকে থেকে জ্ঞানা বামনীকে রান্নার কাজে নিযুক্ত ক'রেছি।

[জ্ঞানদার প্রবেশ]

জ্ঞানা—মা ঠাকরুণ পটলের সঙ্গে কি পাঁঠার মাংসগুলো সম্বুরোবো ? আর মাছের অম্বলটায় একটু নুন্ হ'য়েছে তাই এক খাম্‌চা লঙ্কা বাটা দিয়েছি, খেতে ভাল হবে ত মা ? আর কুম্‌ড়োর খোলার চচ্চড়িটা ধ'রে গিয়েছিল তাই ঝোল ক'রেছি! আর কিছু কি রাঁধতে হবে মা ?

গৌরকিঙ্কর—আর ডাল রাঁধনি জ্ঞানা ?

জ্ঞানা—আজ্ঞে না বাবাঠাকুর, গিন্নী মা নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন পণ্ডিত মশায়ের জন্যে ফ্যান্ ধ'রে রাখিস্।

কমলা—হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা, শীগ্‌গীর ক'রে প্রভাকে খাইয়ে দিগে—এখুনি আবার সে গান শিখতে চ'লে যাবে।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

গৌরকিঙ্কর—কি, কি বল্লে গিন্নি আমাদের প্রভা গান শিখতে যাবে ?

কমলা—না গো না, তার আর হয়েছে কি ? এই সে দিন দেখলে না মুখুজ্যেদের বড় মেয়েটার বিয়ে হোল, কুসুমডিঙ্গির রাত্রে না কি সে নাচ গান ক'রে বন্ধু মজ্‌লিসে কত কি খেল্‌না পুরস্কার পেলে। লেখাপড়া শেখার মত আমাদের এগুলোও যে, এখনকার সভ্য সমাজের বিশেষ দরকারী জিনিস হ'য়ে প'ড়েছে। হ্যাঁগা তুমি নাকি মেয়েটার বিয়ে দেবার যোগাড় ক'রছ ?

গৌরকিঙ্কর—হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমার তো তাই ইচ্ছে! সেই জন্যেই তো কাল চাঁদপুরে গিয়েছিলুম, সেখানে বেশ একটী পাত্র আছে। ঘর জামাইয়ে না থাকলেও টাকা কড়ি কিছুই দিতে হবে না, মোট কথা রিক্ত হস্তে কন্যা দান। সে সাত তালুকের জমিদার, আমাদের আর ভেবে খেতে হবে না।

কমলা—কেমন হ্যাঁ গা দেখতে শুন্‌তে বেশ ভাল ত ?

গৌরকিঙ্কর—দেখতে শুনতে তত ভাল না হ'লেও মোট কথা কুৎসিত নয়। তবে বয়সটা একটু বেশী তা এমন কিছু নয়, এই আমার চেয়ে দু চার বছরের যদি বড় হয়। এতে আর দোষ কি ? মেয়ের আইবুড়ো নামটা ত ঘুচে যাবে! আর মাঝে থেকে আমাদেরও কিছু মোনফা হবে! এতে তোমার যা হোক একরকম মত আছে ত ?

কমলা—তবে আমি কিন্তু—

গৌরকিঙ্কর—না, না গিন্নী এমন যোগাযোগে আর কিন্তু টাকে যোগ লাগিয়ে কর্ম্মের পথ বিঘ্নময় করো না প্রাণেশ্বরী! তুমি রোশো, আমি এখুনি চাঁদপুরের জমিদার বাবুকে পত্র লিখে বিয়ের দিনস্থিরটা ক'রে ফেলি।

[গৌরকিঙ্করের প্রস্থান।

কমলা—তাই ত উনি ক্ষেপেছে নাকি! জমিদার হবার মানসে দেখছি মেয়েটার সর্ব্বনাশ ক'রতে যাচ্ছে! এখন আমি কি করি! মেয়েটাকে সত্যিই কি তবে বুড়ো বরের হাতে সঁপতে হবে? আমার এমন সোনার চাঁদ মেয়ে, সে বিধবা হ'লে আমার কি সুখ! পণ্ডিত বলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে! সত্যিই কি টাকাই সংসারের সব! আর এই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ নারী জীবনটার কি কিছুই মূল্য নেই! মেয়ের রূপ যৌবন বিক্রী ক'রে টাকা উপায় করাই কি তাহ'লে অর্থলোভী পিতা মাতার চরম ব্যবসা! আহা সরল হৃদয়া বালিকা আমার—এ কথা শুনলে হয় ত এক হাত মাটীর নীচে ব'সে যাবে, বিয়ে ক'রতে সে মোটেই চাইবে না। শুনেছি হরঘোষের মেয়ের অদৃষ্টেও ঠিক এমনি স্বামীই হ'য়েছিল! আহা বাছাকে ছটী মাসও স্বামীর সুখ ভোগ ক'রতে হ'য়নি। না জানি আমার প্রভার কপালে তেমনটী হয় বুঝি—

[ধীর পদে প্রভাবতীর প্রবেশ]

প্রভা—হ্যাঁ মা তুমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছ যে—তোমার কি হোয়েছে মা? বাবা কিছু ব'লেছেন নাকি তোমায়?

কমলা—না প্রভা আমার কিছুই হ'য়নি মা! এই ভাবছিলুম মানুষ জন্মায় কেন!

প্রভা—তাদের কর্ম্মফল খণ্ডাবার জন্যে! বাবা পণ্ডিত আর তুমি এত মুরুখ্যু কেন মা?

কমলা—হ্যাঁ হ্যাঁ পণ্ডিত ব'লেই ত তাই তিনি নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে নিজে জমিদার হ'তে সাধ ক'রেছেন! তুই শুনিসনি প্রভা? তোকে নাকি তোর বাবা একটা বুড়ো বরের হাতে সঁপে দেবে! তুই তাতে রাজি আছিস্ প্রভা?

প্রভা—তা আর কি ক'রবো! নিজের অদৃষ্টের ওপর ত আর জোর চলে না মা! অর্থলোভী পিতা মেয়ের সর্ব্বনাশে যদি সুখী হবার মতলব ক'রে থাকেন তবে আমারও মতলব আছে মা!

কমলা—তুই কি মতলব ক'রেছিস্ প্রভা? তবে কি তুই কোথাও চ'লে যাবি নাকি?

প্রভা—না মা আমি কোথাও যাব না।

কমলা—আমি তোর মা, তোর সুখেই যে আমার সুখ। আমি তোর পিতার আগেই একটা মতলব ক'রে রেখেছি। এখন কিছু খাবি চ', সময়ান্তে সব কথা ব'লব এখন।

প্রভা—না মা আমার উপায় আমি নিজেই ক'রে নেব, তুমি এখন যাও আমি একটু পরে যাচ্ছি।

কমলা—তবে যা হয় কর্ বাছা, এক গুঁয়ে মেয়ে আর কারু ত কথা নিবি নে!

[প্রস্থান।

(প্রভাবতী গাহিতে লাগিল)

গীত

কে সেধেছিল কাহারে কে গো
এত সুন্দর ক'রে গড়িতে কায়।
রূপ যৌবন যদি অমৃতের ধারা
তাহে গরল আসিয়া কেন মিশায়॥
প্রাণ বিনিময়ে রূপ বেচা কেনা
এ বিধান বিধি চাহি না চাহি না;
(আজি) রূপ শিখা দিয়ে জ্বালিব চিতা
পুড়ে যাক আমার জীবন কায়॥

[প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কাল সন্ধ্যা।

স্থান—চাদপুর গ্রাম্য পথ।

[জয় সিং]

জয় সিং—না আমার আর এ দেশে থাকা হবে না, দেখছি এখানে সকল জিনিসের অভাব, দেশ ছেড়ে বাংলা মুলুকে এসে শেষে বুঝি সর্ব্বস্ব হারিয়ে বসি! কি ঝকমারী বাবা বামুন বাড়ী চাকরী করা! নেহাৎ ঝকমারী! সারা দিন রাত হাড় ভাঙ্গা মেহনৎ আর খাবার বেলায় অষ্টরম্ভা

আধ পেটা উঠো হাঁড়ির ভাত। বাসায় গিয়ে দেখি গিন্নী আমার অভিমানের পালা সুরু ক'রেছে! শান্তির বদলে মান ভঞ্জনের করুণ বিলাপ! পোড়া দেশে না আছে অন্ন বস্ত্রের সুখ আর না আছে প্রেমের সুখ! আমরা হ'লুম প্রেমময় মানুষ! প্রেম ছাড়া কি থাকতে পারি। এখানকার সব দেখছি যেন শুক্‌নো শিমুল ফুল! ফুটতে যা দেরী অমনি ঝ'রেছে ব'লে কথা! এতে আর ভ্রমর ব'সবে কখন! যাও বা সময় সময় পথে ঘাটে দেখতে পাই দু একটা আধ ফোটা কলি, তা বেটীদের মুখের গোড়ায় টেকা ভার। কাজ নেই বাবা ধরা প্রেমে এখন যাওয়া যাক্ বৃন্দাবনে, শুনেছি সেখানে না কি প্রেমের ছড়াছড়ি, যত পারি প্রেমের তুফানে প'ড়ে হাবুডুবু খাব!

[হাস্য কণ্ঠে পশ্চাদ্দিক্ হইতে রামানন্দের প্রবেশ]

রামানন্দ—কি হে নগ্‌দী ভায়া প্রেমের বাজরা মাথায় ক'রে কোথায় চলেছ হে?

জয় সিং—(স্বগত) না আমার আর বেঁচে সুখ নেই, সব বেটাই আমার বাদী! ঘরে গৃহিণী বাইরে ষোড়শ গোপিনী আর অন্তরালে এই সমস্ত শত্রুর আমদানি!

রামানন্দ—কি হে বন্ধু কথা ক'চ্ছ না যে। স্বপ্নে প্রেমের রাজা হোয়ে মেজাজটা ঝেঁঝে গেছে নাকি হে! প্রেমের স্বর একেবারে গলায় চেপে বসেছে বুঝি।

জয় সিং—আহা তুমি ত বড় বেয়াড়া লোক বলতে হয়! এই গরীব বুড়ো নগ্দীকে এত জ্বালাতন করা কেন?

রামানন্দ—তবে রোশ ভায়া আমি এখুনি গিয়ে বৌদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয় সিং—আরে না, না রোশ হে রোশ! এই এই বৃদ্ধ কণ্ঠে প্রেমের রস একটু চিবিয়ে খেতে দাও, জান ত ভায়া মাগ নয় যেন বাঘ সে মাগী! এ কথা কর্ণ গোচর হ'লেই বিভ্রাট! তার মুড় খ্যাংড়ার চোটে আমায় স্বর্গের খাটে ঘুম পাড়িয়ে দেবে! তাই ব'লছি বন্ধু এমন জল জ্যান্ত দাদা-টাকে একেবারে করালীর খড়্গের তলায় ফেলে দিতে চাও! এই ব'লছিলুম কি শুনবে ভায়া, যার কোল জোড়া মাগ তার আবার ভাবনা কি!

রামানন্দ—তা সে যদি দাদা ডুবে জল খায় ত শিবের বাবাও টের পাবে না! তা হ'লে তুমি আর কি ক'রবে বল। তবে বৌদিদি আমার নেহাৎ সে রকমটী নয়। সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী গুণের গুণধরণী। যেমন গুণবতী তেমনি সুন্দরী। সেই রূপের উজ্জ্বলতায় তোমায় দেখছি মাতিয়ে তুলেছে হে।

জয় সিং—আর রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব হে। সে যে শুক্‌নো শিমুল ফুল, তাতে কি আর মধু আছে তাই চুষলে পাব।

রামানন্দ—বল কি হে বন্ধু তা হ'লে বৌদিদি তোমায় ভাল বাসে না?

জয় সিং—আরে না, না ভায়া ভালবাসা ছেড়ে কাছেই ঘেঁসতে দেয় না, একরকম অন্ধকারেই ঘুরে মরি। এই বয়সে কটা বিয়ে ক'রেছি জান বন্ধু? একেবারে গণ্ডা ভর্ত্তি।

রামানন্দ—আহা! তার আর কথা আছে। একটাও ভোগে হ'য়নি কেমন না? তা গরীবের ঘরে রজত কাঞ্চন থাকা নেহাৎ অসম্ভব। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা, ডানা না গজাতেই অমনি ফুরুৎ।

জয় সিং—তা-ভাই এবারেও ত কষ্টে সৃষ্টে গণ্ডাটা ভর্ত্তি ক'রে এলুম। ভাবলুম দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে আভাসে ওর প্রেম সুধা পান ক'রতে ক'রতে বুড়ো বয়েসটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু ভায়া এখন দেখছি মাগী লোভে প'ড়েছে।

[মালতীর প্রবেশ]

মালতী—ব'লি অত গাল দেওয়া হ'চ্ছে কেন আমাকে। দেখছ ঠাকুরপো মুখপোড়া মিনষে কেমন গাল দিচ্ছে। আহা! কি আমার ফুটন্ত গোলাপ, বাসে আকুল। তাই মালতীর নিন্দে করা হ'চ্ছে। আমি যাই ভাল মানুষের মেয়ে তাই ধর্ম্ম ভয়ে তেমন কিছু ব'লতে পারি নে, নইলে তোমার ঘর ক'রতো জলার পেত্নী দেবী এসে। একে বুড়ো বয়েস তাতে আবার রসে ভরা কাঁজুলে আক।

রামানন্দ—আহা গাল দাও কেন, গাল দাও কেন বৌদি। সত্যই দাদা আমার ওই তোমার রূপেই মুগ্ধ। তোমার ওই ধাঁধা লাগানো ফাঁদে প'ড়ে কেবলই ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। এখন যাও ভালয় ভালয় দাদাকে বাড়ী নিয়ে যাও।

মালতী—তুমি বল কি ঠাকুরপো ওকে বাড়ী নিয়ে যাব! ভালবাসবো? বুড়ো বয়সে আবার ভালবাসার আশা! প্রেমের সূচনা!

জয় সিং—আহা! মরি মরি। এমন স্বামী ভক্তি না থাকলে কি আর রাত দিন হোত। বাপের বাস্তু ভিটে বেচে বিয়ে ক'রে পেটের দায়ে বিদেশে আসতে হোল। এখনও কপালে কি যে আছে তা সেই মদনমোহনই জানেন। দেখছি মাগী বেজায় রেগেছে এখন খ'সে পড়া যাক্।

রামানন্দ—আহা কোথা যাও বন্ধু! নতুন বৌদিদির প্রেম সম্পত্তি কিছুদিন ভোগ কর!

জয় সিং—ব'লেছি ত আর কাজ নেই ভায়া ধরা প্রেমে এখন যাওয়া যাক্ বৃন্দাবনে। সেখানকার সেই বিন্দে দূতীগুলো আহা বেটীরা যেন স্বর্গের অপ্সরী! সত্যি ব'লতে কি বন্ধু তারা যদি এই আমার মত আধ মদ্দা পুরুষ পায় তা হ'লে কি আর ভাবতে হয়, সেই প্রেমের ঝাঁকে বসিয়ে আস্‌লি চাকের মধু পেট পূরে খাওয়াবে! আমি এখন খ'সলুম ভায়া তোমায় সব দিয়ে! [জয় সিংএর প্রস্থান।

মালতী—দেখলে দেখলে ঠাকুরপো! মিন্‌ষে কেমন কড়া কথায় প্রাণে আঘাত দিয়ে গেল! আমার যে কান্না পাচ্ছে ঠাকুর পো!

রামানন্দ—তা কেঁদে ফেল, যেমন কড়া প্রেম তেমনি লাজুক প্রাণ, এতে কি আর বিরহ বাণ সহ্য হয়! আমাদের সে মাগী ঠিক এই রকম তোমারই মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যেত। আরে এই যে চাতক না ডাক্‌তেই জল! এতে কি আর ফল ফলবে বৌদি? একে কাঁচা কাজল, জলে ধূয়ে যাবে, আজকের মত চুপ কর এর বিহিত আমি কোরবই কোরব!

মালতী—ঠাকুর পো তোমার ঐ মিষ্টি কথার সুখেই আমি এখনও বেঁচে আছি। তুমি আমায় বাপের বাড়ী রেখে আস্‌বে চল আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকতে চাইনে।

রামানন্দ—আর আমি তোমার যত্নেই এত ঘন ঘন এখানে আসি, নইলে ভদ্রলোকের ছেলে দুপুর নেই সন্ধ্যে নেই কেবল তোমার আস্তাকুড়েই প'ড়ে থাকি?

মালতী—আহা তার আর কথা আছে ঠাকুরপো! ভাল হ'লে আপনী ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

রামানন্দ—তার আর ব'লব কি বৌদি সেটা তোমার অনুগ্রহ ব'লতে হবে, মনের দুঃখ মনেই রেখেছি, তুমি যাই দাদার রজত কাঞ্চন তাই অযতনে ধুলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, যদি একটু নেক্ নজরে চাও তা হ'লে আর কি বৌদি তোমার সঙ্গে রাজরাণীরও আড়ি চলে না।

মালতী—আমারও ত তাই ইচ্ছে, যে কাননে মালী নেই তার কি কোন আদর আছে ঠাকুরপো! এর একটা বিহিত তোমায় ক'রতেই হবে।

[প্রস্থান।

রামানন্দ—হা-হা-হা, আর যায় কোথায়! টোপ ধ'রেছে ব'লে কথা, যখন চারে এসেছে তখন ডেঙ্গায় উঠতে কতক্ষণ।

[প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য—কাল সন্ধ্যা।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের বাটীর খিড়কী পথ।

[ভিক্ষুক বেশে কাঙ্গাল—গাহিতে লাগিল।]

গীত।

কাঙ্গাল—

ভিক্ষা দাও গো জননী ভগিনী
এ দীন কাঙ্গাল সন্তানে।
ক্ষুধায় কাঁদিছে অন্তর মোর
সহি শাসন দণ্ড মহাজনে॥
পিতা মাতা আজ উপবাসে মোর
সদা নদীর জলে পূরায় উদর।
পাতার কুঁড়ে ধূলায় প'ড়ে
চেয়ে আছে মোর মুখ পানে॥

[জ্ঞানদার প্রবেশ]

জ্ঞানদা—ব'লি ওরে তুই কাদের ছেলেরে,
এমন সাঁঝের বেলা খেলা ছেড়ে
কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিস ঘরে?
ব'লি হ্যাঁরে মেরেছে কি কেউ তোকে ধ'রে?
আ মর্ মর্ হতচ্ছাড়া
পারলি নে আর তাদে ঘরে,
ও মাগো, আবার যে কাঁদে জোরে,

দেখি দেখি ভাল ক'রে,
আ ম'রে যাই বাছা আমার,
মারের দাগের নাইকো শুমার,
চ বাছা চ আমার ঘরে,
দেব তেলে জলে মালিশ ক'রে,
গায়ের ব্যথা যাবে সেরে,
রেখে আসব তখন ঘরে,
ব'লি হ্যাঁরে ছেলে ওটা কি তোর কাঁধের মাঝে ?
আহা দুধের ছেলে
এমন সাজ কি তোকে সাজে,
কচি ছেলের কাঁধে ঝোলা
ব'লি এতই কি তোর দুখের জ্বালা,
বল্‌না বাছা ভাল ক'রে !
তোর মা বাবা কি গেছে ম'রে ?
চোখের জলে বুক ভেসে যায়,
ব'লি মুখ মুছিয়ে দিই যাদু আয়,
হ'য়নি আমার ছেলে পিলে,
তাই পরের দেখে পরাণ জ্বলে।

কাঙ্গাল—ওগো কে তুমি আমার মুখ মুছিয়ে দিলে, তবে তবে কি তুমি আমায় দয়া ক'রবে ! আমায় খেতে দেবে ! এই দেখ গো ক্ষিধেয় আমার পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, আমার মা বাবা উপবাস ক'রে প'ড়ে আছেন, আজ সাত

দিন কেবল বনের ফল নদীর জল খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, বেশী জোরে আর কাঁদতে পাচ্ছিনে। হ্যাঁগা তুমি কি আমায় খেতে দেবে কিছু, দাও দাও গো, আমরা না খেতে পেলে হয়ত আমি আমার বাবা ম'রে যাব।

জ্ঞানদা—ষাট ষাট বালাই যাই,

ওরে ছেলে অমন কথা ব'লতে নাই,
সাত রাজার ধন পুত্র রতন,
তোরে পেলে কে না করে যতন।
আয় বাছা আয় আমার সাথে আয়,
আমার ভাত শৃগাল কুকুরে খায়,
আমি কাজ করি ঠাকুর ঘরে,
পেসাদগুলো সব খাচ্ছে পরে।
ছেলে মানুষ পেটের দায়ে,
আর ধ'রতে হবে না যার তার পায়ে,
আয় খাবি আয় সাত দিন ধ'রে,
রোগা শরীর তোর যাবে সেরে।

কাঙ্গাল—না গো না আমার যাওয়া হবে না, আমার মা নিষেধ ক'রে দিয়েছেন বড়লোকের বাড়ী যেতে, যারা গরীবদের কষ্ট দিয়ে মহানন্দ পায়, তাদের বাড়ী যাওয়া উচিৎ নয়, ক্ষিধে পেলে এই রকম পথে পথে কেঁদে বেড়াব তাতে বরং শান্তি পাব, দুঃখহারী হরির পদে প্রাণ সঁপে দিয়ে দুঃখের

ভার কমিয়ে নেব। তুমি আমায় ছুঁয়েছ এতেই হয়ত তোমার জাত গেছে, কেউ দেখতে পেলে হয়ত তোমাকে আবার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে, গরীব মানুষ যে কুকুর চাইতেও ছোট জাত, জগতের কেউ ছোঁয় না গো কেউ ছোঁয় না।

জ্ঞানদা—আমার নাম জ্ঞানা বামনী,

সকল শাস্ত্রই আমি জানি,
পাড়াগাঁয়ের হিন্দুয়ানি, পঞ্চ জাতে যোগায় পানি,
হ'লেই বা ছোটর সন্তান, মানুষ মাত্রেই একই প্রাণ।
যে মানুষের নাইক জ্ঞান,সে ক'রেছে ঘৃণার বিধান,
আমি বাছা সেকেলে মেয়ে,
কই না কথা কারো খেয়ে,
উচিৎ কথা যাই ব'লি জোরে,
তাই দেখতে পারে না কেউ আমারে।
গুরু বলে যা করে হরি,
এখন বল্ না খোকা তুই যাবি কি না আমার বাড়ী?

কাঙ্গাল—ওগো তোমার কথায় আমার কান্না বন্ধ হ'য়ে গেল, তুমি বড়লোক নও, বোধ হয় তুমি আমাদের আপনার লোক, তুমি ঠিক আমার মায়ের মত স্নেহশীলা। একবার তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে তা হ'লে দেখে আসতে আমার বাবা মায়ের ক্ষিধেয় প'ড়ে থাকা। হে হরি কাঙ্গালের বন্ধু! শুনেছি তুমি সকল মানুষকেই তোয়ের ক'রেছ, তবে কেন জগবন্ধু সকলকে সমান জাত ক'রে গ'ড়ে তোলনি! আমাদের বড়লোক কর নি কেন?

শুনেছি বড়লোকদের কেউ কিছু ক'রতে পারে না, তুমি কি তাদের শাস্তি দিতে পার না?

[কাঙ্গাল গাহিতে লাগিল]

গীত

হরি কি ব'লে তোমারে ডাকি।
কি নাম ধ'রিয়ে ডাকিলে অখিলে
কহ থাকি থাকি থাকি॥
নহ ব্রজেরই গোপাল নন্দ দুলাল
রাধার দুটী আঁখি।
কেহ বলে, কানু বাজায় বেণু
ধেণু চরাতে দেখি,
কেহ বলে সকার কেহ বলে নিকার
কি নাম হৃদয়ে আঁকি॥

জ্ঞানদা—আহা মধুর মধুর,
এমন গান তোকে কে শেখালে যাদু?
ঐ হরির প্রেমে মত্ত হ'য়ে
সংসার আমার গেছে ব'য়ে,
চ বাছা চ আমার বাড়ী,
দেখবি হরিনামের ছড়াছড়ি,
ঐ হরির নামে ক'রবি গান,
তোকে এক ঝুড়ি চাল ক'রব দান,

আয় আয় কোলে আয়,
চ'লে যেতে লাগবে পায়।

(কাঙ্গালকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

[মদের বোতল বগলে করিয়া টলিতে টলিতে নাটু র প্রবেশ]

নাটু—ও বামুন মাসী এযে বেজায় খুশী,
হ্যাঁ গা কোলে ওটা তোর কে ?

জ্ঞানদা—আ মর্ মর্ ডিক্‌রে ছোঁড়া রসের গোড়া,
কেন পথ আগ্‌লালি রে ?
সর্ ব'লছি পথের কাঁটা
নইলে মারব ঝাঁটা
আমি হই তোর বাবার মাসী ।

নাটু—আরে বাবার মাসী যদি
তবে ত আমার ঠাকুর দিদি.
এস না চাঁদ মনের সাধে ফুত্তি লুটী।

জ্ঞানদা—হ্যাঁরে ভদ্র ঘরের পো
এবার বুঝি পেয়েছ গো
আয় না কাছে মারব লাথী।

নাটু—আঃ চুপ্ চুপ কর ঠাকুর দিদি
আমি যে তোমার নাটু নাতি।

জ্ঞানদা—গাল টিপ্‌লে বেরোয় দুধ
এখনও ধাত্রীর ঋণ যায়নি শোধ
কেন এত বাড়াবাড়ি।

নাট্টু—হাঃ হাঃ হাঃ মাইরি দিদি
এটা এক চুমুক খাও যদি
তবে সার্থক হয় মোর বাবুগিরি।

জ্ঞানদা—তবে রে হাড়হাবাতে ছেলে
কেউ কোথাও নাইক ব'লে
এখনই মারব মুখে ঝাঁটার বাড়ি।

[কাঙ্গালকে ক্রোড়ে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

নাট্টু—আচ্ছা যা মাগী
আসবে যখন আমার যৌবন
তখন জোর্‌সে খাওয়াব মদের বোতল।

[নাট্টু গাহিতে লাগিল]

গীত

সুখে থাক্‌ শুঁড়ি বেটা মোর,
যে ক'রেছে মদ তৈয়ারী।
ছেলেয় খেলে সকল ভোলে,
বুড়োয় খেলে দেয় গড়াগড়ি ॥
আমার নাম নট মোহন,

খাচ্ছি মদ বোতল বোতল,
এবার বাবা বেটা ম'রে গেলে ;
মদ খাব বেচে ঘর বাড়ী ॥ [প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

চতুর্থ দৃশ্য—কাল অপরাহ্ন।

স্থান—চাঁদপুর ক্ষুদ্র বন পথ।

[ক্ষিপ্রগতিতে জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী।]

জ্ঞানরঞ্জন—টাকা-টাকা-টাকা—ঐ টাকা—এই টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। এক ঝুড়ি টাকা—পাঁচ পাঁচশো টাকা! আমি জমিদার হবো—জমিদার হবো, টাকার ছিনিমিনি খেলব—মানুষ খুন ক'রব! মানুষ খুন ক'রব!

[জয় সিংএর প্রবেশ]

জয় সিং—(জ্ঞানরঞ্জনের হস্ত ধরিয়া) বাবু বাবু কোথায় চ'লেছেন।

জ্ঞানরঞ্জন—ছাড় বেটা হাত ছাড় ব'লছি, ঐ টাকা—ঐ টাকা—ঐ এল টাকা— ঐ টাকা আমাকে ডাক্‌ছে, আঃ ছাড় বেটা হাত ছাড় আমি টাকাগুলো সব কুড়িয়ে আনি! ঐ ঐ উড়ে গেল, পাঁচ পাঁচশো টাকার নোট, আসল নয় সব ফাঁকি! ওহো কি ক'রব! খুন ক'রব, না নিজের মাংস নিজেই ছিঁড়ে খাব! ছাখ ছাখ জয় সিং এক কাজ ক'রতে পারিস টাকা দেব তোকে, টাকা টাকা বিস্তর টাকা পাওয়া যাবে! তুই পারবি জয় সিং সেই অর্থলোভী সয়তানটাকে খুন ক'রতে? আমি তার রক্তে টাকা তৈরী ক'রব!

জয় সিং—(স্বগত) হায় রে মানুষ তোরা সব এসেছিলি কি টাকা সঙ্গে ক'রে ! টাকাতেই মানুষ বড়লোক হয়, টাকার জন্যেই মানুষ মরে বাঁচে, কতজন পাগল হ'য়ে অজাতকে আপনার করে !. আমরা গরীব ছোটলোক বটে টাকার তোয়াক্কা অত করিনে, হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ ক'রে যা উপায় ক'রে আনি তা জলের মত খরচ করি। বড় লোকের সন্ধি অন্ধি কিছুই বুঝিনে, বাপ্‌রে বাপ্‌ কি নিমক্‌হারাম এই ভদ্রলোকগুলো, পরকে ফাঁকি দিতে বিলক্ষণ অভ্যাস ক'রেছে। ওহো পাঁচ পাঁচশো টাকার নোট বাজারে পাঁচটা টাকাও দাম হোল না। (জ্ঞানরঞ্জনের প্রতি প্রকাশ্যে) বাবু, টাকা ধরবার মতলব ছেড়ে দিয়ে এখন বাড়ী ফিরে গিয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম স্মরণ করুন গে।

জ্ঞানরঞ্জন—না-না বেটা আমি বাড়ী যাব না যতদিন টাকার গাছ তৈরী ক'রতে না পারব ! তুই বেটা একটু বোস্‌ আমি এক ছুটে বুড়ো জমিদারটাকে খুন ক'রে আসি ! অনেক টাকা পাব, তার রক্তে টাকা—টাকা তৈরী ক'রব ! হা—হা—হা, খুন—খুন—টাকার লোভে মানুষ খুন ক'রব।

[জ্ঞানরঞ্জনের প্রস্থান।

জয় সিং—(স্বগত) না ! চৌধুরী বাবুর আর সেরে ওঠবার কোন উপায় দেখছিনে ! দিনে দিনে যেন বাই বাতিকের দিস্তি এসে মাথার উপর ব'সেছে ! আহা বামুন টাকার লোভে পাগল হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! যাক্‌ বেটা সুদখোর মরুক আস্তাকুড়ে প'ড়ে ! এই অধিক অর্থ লোভের ফল বাবুদের হাতে হাতে ফ'লে যাবে ! সে দিন যেমন এক গরীবের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন চৌধুরী বাবু, তেমনি ওঁর সর্ব্বনাশ ক'রতে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন মাথার ওপর !

[রামানন্দের প্রবেশ]

রামানন্দ—কি রকম হে নন্দী ভায়া কই আর টাকা কড়ি কিছু ধার চাচ্ছ না যে !

জয় সিং—না ভায়া আর অমন কাজ কোন শালা করে ! অমন আশা মোটেই ক'রবে না ! পেটের দায়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে ম'রব তবু তোমাদের মত বড়লোকের নাম মুখেও ক'রব না ! এই তোমাদের মত জমিদার বাবুদের শালা সমন্ধিরা ইচ্ছে ক'রলে সবই ক'রতে পারে ! কোন্‌দিন না জানি জোর ক'রে বাড়ী ঢুকে ক'পলে গাইয়ের গলান খুলবে !

রামানন্দ—না হে না ! তুমি হ'চ্ছ আমার সাবেকী বন্ধু, অতখানি অন্যায় আমার কি ক'রতে পারি ! এই দায় বিপদে ধানে চালে সুদে আসলে প্রায় পাঁচ এর কোটা পার হ'তে চ'লেছে তোমার কাছে ! সুদের সুদ ধ'রতে হ'লে তোমার গাই বলদ আর কেউ বাদ প'ড়বে না ! সত্যি ক'রে বল দেখি বন্ধু এ পর্য্যন্ত তাগাদা করা হ'য়েছে কি ?

জয় সিং—মুখ ফুটে না চাইলেও মশায়ের যে রূপ শুভাগমনের পালা প'ড়েছে, দেখলে মনে হয় কিছু না কিছু হাত ক'রলে ব'লে কথা। ভদ্রলোকের ছেলে, একটা বড় রকমের স্বার্থ না থাক্‌লে কি আর আমার মত গরীব লোকের কুঁড়ে ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত ক'রছ। আমার পরিবার যাই তোমায় আদর আপ্যায়নে ভুলিয়ে রেখেছে তাই মশায়ের সুদ আদায়ের ফর্দ্দটা একরকম বুক পকেটেই রয়ে গেছে, যে দিন অযতন সেই দিনই তাগাদার মহা পীড়ন, তখন মুটে মজুর খেটেই হোক আর বাড়ী ঘর বিক্রী ক'রেই হোক না কেন তোমাদের মত বড় লোকের টাকা সুদে আসলে এক

কথায় আদায় দিতে হবে। নইলে রক্ত চোখের অনল উদ্গীরণে কুঁড়ে ত কুঁড়ে কত বড় বড় কোটা বাড়ী পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে। এই সে দিন দেখলে ত ভায়া ভদ্রলোকের ব্যাপারটা, চৌধুরী বাবু আসল টাকা দিয়েছিল কি না তার ঠিক নেই তবুও তার সুদ ধ'রে ধনা চাষার বাড়ী ঘর সব এক কথায় কেড়ে নিলে, গরীব মানুষদের হাত ধ'রে পথে বসাতে তোমাদের মত সিদ্ধ হস্ত আর দুটা নেই।

রামানন্দ—তা তা এমন কি খারাপ কাজ ক'রেছেন, আজ কালকের কালে সোজা পথে যে কেউ চ'লতে চায় না হে!

জয় সিং—না, না খারাপ আর কি! তবে তোমাদের বড়লোকের যা ব্যবসা শাদার ওপর কালী চড়ান! তোমার ভগ্নীপতি অমন একটা জমিদার হ'য়ে দিলে কিনা গরীব বামুনকে ফাঁকি। আহা ব'লতে কি বন্ধু সেই পাঁচ পাচশো টাকার নোট গুলো বাজারে পাঁচটা টাকাতেও বিক্রী হোল না। দোহাই বন্ধু তুমিও ত ভদ্রলোক, যেন এই গরীব নগদী ভায়াকে সেই রকম "ঋণের দায়ে" ফেল না।

রামানন্দ—আহা রোশে যাও ভায়া অনেক দিনের বন্ধুত্বটা একেবারে মাঠে মের না।

জয় সিং—এমন মহাজন বন্ধু না হোয়ে যদি সত্যি বন্ধু হোতে তবে বোধ হয় আমার মত লোককে ভুলেও বন্ধু ব'লতে না। এখন আসি ভায়া বেজায় কাজ আছে আর দাঁড়ালে চ'লবে না, আমার সেই মনিব বাবু এতক্ষণ হয়ত দিনে তারা দেখছেন।

[জয় সিংএর প্রস্থান।

রামানন্দ—বেটা দেখছি আমার চেয়ে সাতগুণ চালাক, তবে চার না ক'রতেই যখন জল ঘোলাতে আরম্ভ ক'রেছে তখন আর টোপ ধ'রতে আর বেশী দেরী লাগবে না। দোহাই বাবা মদন ঠাকুর যদি আমার প্রেমের মুকুল ফুটিয়ে দিতে পার তা হ'লে তোমায় ঠিক একশত পাঁঠার রক্তে চান্ করাব।

[প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

পঞ্চম দৃশ্য—কাল অপরাহ্ণ।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের উদ্যান বাটীর পথ।

[প্রভাবতী ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলিতেছে ও গাহিতেছে]

গীত

কেন টল মল চরণ যুগল
কেন ঝরে বারি নয়নে।
কেন দেখা দিলে কোথায় লুকালে
ওগো নিশীথের আধ স্বপনে॥
যৌবন লহরে মিলনের তান
কোথা হ'তে আসে হরে মন প্রাণ
না জানি কেমন নিঠুর সে জন
(ওগো) ছলনায় বধে স্মরণে॥

[জ্ঞানদার প্রবেশ]

জ্ঞানদা—আরে এই যে সখী শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে এসে বনের মাঝে ডাক ছাড়ছ !

প্রভা—হ্যাঁ ছাখ জ্ঞান দি তুই আর আমায় জ্বালাতন করিস নে ! বল্লুম আজ আমার অসুখ ক'রেছে, প্রাণের জ্বালায় একটু নিরিবিলিতে এলুম তাও কি তোর সইল না, অমনি চোখ প'ড়ল ! আজ ক দিন থেকে তুই আমায় জ্বালাতন ক'চ্ছিস, কেন বল্ দেখি আমি তোর কি ক'রেছি ? তাই আমায় নিয়ে অত ব্যঙ্গ ক'চ্ছিস, আড়ি পেতে শুনেছিস বোধ হয় আমার কথা বার্ত্তাগুলো ! তুই এখন যা ব'লছি এখান থেকে, নইলে আমিই চ'লে যাচ্ছি !

জ্ঞানদা—ওমা এই এলুম এই চ'লে যাব ! দাঁড়াও অলির সন্ধান করি ! ফুটেছে তোমার প্রেমের কলি, না এলে অলি, কানন যে দেখায় খালি ! কথায় বলে প্রাণ জর জর মদন বাণে, সে বাণ যারে হানে সেই জানে ! ফুটলো ফুল সোহাগ ভরে, যায় লো বুঝি এমনি ঝোরে ! মালী বিনে অযতনে চাইবে কে আর ফুলের পানে !

প্রভা—হ্যাঁ তুই ঠিক ব'লেছিস জ্ঞানদি আমার কেউ নেই, আমি একাই এসেছি একাই আছি আবার বোধ হয় একাই কোথা চ'লে যাব, কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না আমার ব্যথা ! আর বোধ হয় চেপে রাখতে পারলুম না জ্ঞানদি তোর কাছে আমার মনের কথাবার্ত্তাগুলো ! তুই যেন জোর ক'রে আমার অন্তরের মধ্যে ঢুকে সব কথা জেনে ফেলেছিস্ ! সত্য সত্যই জ্ঞানদি আমি যেন সব বিলিয়ে দিয়েছি কোন অজানা অদেখা একজনকে ! বাঁধন নেই—ধরা ছোঁয়া নেই তবু যেন সে আমায় ডাক্‌ছে !

জ্ঞানদা—আর সখী, দেখলে প্রেমের আলো বাস্‌লে ভালো, পুরুষ কি আর তাতে ভোলে? তারা যে মন চোরা ধন পুরুষ রতন, চুরি করে প্রাণ কথার ছলে! দেখলে প্রণয় আর ধ'রলে পিরীত, ভয় থাকে না কোন কালে।

প্রভা—তবে বল্ বল্ জ্ঞানদি আমার কি হবে? তুচ্ছ জীবন ভার বহনে আমি যে দিনে দিনে জীর্ণ হ'য়ে প'ড়ছি! যত ভাবছি ততই যেন কে এসে আমার এই মরুময় হৃদয় আসনে জোর ক'রে ব'সতে চাইছে! তুই শুনেছিস্ বোধ হয় বাবা আমার বিয়ের ঠিক্ ক'রেছে চাঁদপুরের সেই বুড়ো জমিদারটার সঙ্গে! তার অনেক জমিদারী দেখে টাকাকড়ির লোভে বাবা নাকি আমায় বিক্রি ক'চ্ছেন! শুনলুম এ বিয়ের মায়ের কিন্তু একদম মত্ নেই তাই তিনিও নাকি একটা গরীবের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক ক'রে রেখেছেন! সত্যি ক'রে বল্ দেখি জ্ঞানদি আমি এখন কি ক'রি?

জ্ঞানদা—এতেই ত আমি ব'লি যে ভদ্রলোকের মুখে আগুন! যার আছে গো কামিনী-কাঞ্চন, সে মানে না শাস্ত্র বচন! আরে ছি ছি সেই ঘাটের মড়া, ছড়া দেবার যোগাড় ক'রতে, আস্‌ছে তোমায় বিয়ে ক'রতে, বুড়ো আজ বই কাল ম'রে যাবে আর তোমার বাবা অমনি জমিদার হবে! তোমার দশা যাই হোক্ না কেন, তাতে বাপ মায়ের কি বয়ে যাবে! এই আমি বাছা সেকেলে মেয়ে, কইনা কথা কারু মুখটা চেয়ে!

প্রভা—তবে আমি কেন চেয়ে থাকব তাদের মুখের দিকে? বাবা লোভী, মা কৃপণ, অনেক টাকার লোভে বাবা একটা বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। আর মা ঘর থেকে টাকা খরচ ক'রতে হবে ব'লে জোর ক'রে

আমায় এক গরীবের হাতে সঁপে দিতে চান! এর মধ্যে কি আমার কোন আপত্তি চলে না! যদি আমি এ বিয়ে না করি তা হ'লে—তা হ'লে হয় ত নিষ্ঠুর সমাজ আমায় ত্যাগ ক'রবে! পিতা মাতা জাতি ভ্রষ্ট হবেন। তবে কি সত্যই আমায় এ বিয়ে ক'রতেই হবে জ্ঞানদি?

জ্ঞানদা—তা হবে বৈকি তার আর কথা আছে।

প্রভা—কিন্তু কিন্তু জ্ঞানদি মন যে তা চায় না! যে কখনও কোন দিনের জন্যে আমার কল্পনা পথে আসে নি, তাকে বিয়ে আমি—আমি কেমন ক'রে ক'রব বল্ দেখি জ্ঞানদি?

(প্রভাবতীর ক্রন্দন)

জ্ঞানদা—আর কাঁদলে কি হবে বল সখী, পোড়া হিন্দু সমাজের প্রথা, এত আর ওল্টানো চলে না!

প্রভা—আচ্ছা ব'লতে পারিস জ্ঞানা রমণী-জাতির রূপ সৌন্দর্য্যই কি তাদের কালান্তক ব্যাধি? নারীর মুখ আলাপনই কি সিঁয়াকুলের কাঁটার মত বড় ছোট সকলকারই চোখে ফোটে?

জ্ঞানদা—সে কথা কি তুমি আজ বুঝলে সখী! যা হোক আমার একটু বয়েস হ'য়েছে, সাত বছরে বিধবা হ'য়ে এক রকম গতর খাটিয়ে খাচ্ছি! এতেই কত লোকে কত কথা বলে। কলিকালের লুচ্চারা সব এক রকম দুধে ঘোলে এক ক'রতে চায়। ।সে দিন বোন তোমাদের ঠাকুর ঘরের সৃষ্টি গুছিয়ে রেখে সন্ধ্যে বেলায় বাড়ী যাচ্ছিলুম, ঐ তোমাদের পাড়ার কায়েত গিন্নির মেজ ছেলেটা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার ওপর দিয়ে কত ঠাট্টাই না ক'রে নিলে। গলা টিপলে দুধ বেরোয় বাছা, সে আবার চায় ভালবাসা, কালে

কালে কতই না কি দেখতে হবে, এই ধরনা তুমি যদি বোন্ গরীব লোকের মেয়ে হ'তে কিম্বা দেখতে একটু কুৎসিৎ হ'তে তবে বোধ হয় বিয়ে ক'র্ত্তে কেউ মোটেই পছন্দ ক'রতো না, এক রকম ডাকের মাথাতেই হাজির ক'র্ত্তে চাইত। কথায় বলে বাক্সের মানান টাকা গহনা বাড়ীর মানান ছেলে, আর পুরুষের মানান ভোর যুবতী যদি পায় সে কোলে। যখন ভদ্রলোকের নজর প'ড়েছে তখন না বলবার কি যো-টী আছে! আর বিশেষ তোমার বাবা টাকা খেয়েছে, মোট কথা বুড়ো বরকে তোমায় বিয়ে ক'র্ত্তেই হবে।

প্রভা—তবে তবে তার কি হবে! আমার বিয়ের কথা শুনলে সে হয়ত ছুটে আসবে, আত্মহত্যা ক'রবে! জ্ঞানা! জ্ঞানা! তুই বাবাকে গিয়ে বল্‌গে যা আমি—আমি বিয়ে মোটেই কোরবো না!

জ্ঞানদা—এই সেরেছে! তবে কি তাই নাকি! ও মাগো এ যে দেখছি একেবারে মনে মনে লঙ্কা ভাগ! তাতেই ত বলে লোকে অধিক লেখাপড়া শেখা মেয়েকে মোটেই বিশ্বাস করা চলে না! ব'লি ও সখী, কে সে তোমার মনচোরা ধন হৃদয় রতন মারলে বাণ আড়াল থেকে! বা বেশ ত! তবে ভদ্রলোকের মেয়েদের মনে মনে পতি নির্ব্বাচন!

প্রভা—হ্যাঁ হ্যাঁ ক'রে ফেলেছি জ্ঞানদি ক'রে ফেলেছি! নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছি! তবে তবে এখন প্রকাশ ক'র্ত্তে পারিনি, কর্ত্তব্য খাতিরে সমাজের ভয়ে তা বোধ হয় প্রকাশ হবেও না হয়ত আর এ জন্মে—!

জ্ঞানদা—আহা তা হ'লে ত বড় দুঃখের কথা!

প্রভা—না না সে একজন জমিদারের ছেলে, তার সঙ্গে মেশা আমার অসম্ভব!

জ্ঞানদা—তা কি হয় সখী সেটা যে বাছা পোড়া শাস্ত্রের লেখা! কথায় বলে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, হরির নাম ছাড়ির তিন নিয়ে, মনে মনে পতি নির্ব্বাচন সেটা কিছুই নয়। এই শুনতে পাওনা পাণ্ডবদের কথা, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে ইচ্ছে ক'রেছিলো একজনকে, শেষে পঞ্চ পাণ্ডবকে পেলে। যৌবনের ঝোঁকে অনেকেই অনেককে পছন্দ ক'রে বসে, তা ব'লে আর কি মিলন মেলে, নারীর ইচ্ছেমত স্বামী আমাদের হিন্দু ঘরে যে মোটেই মেলে না সখী!

প্রভা—তবে বল্ বল্ জ্ঞানদি পোড়া যৌবন কেন অবলা বালিকাদের নিয়ে খেলা করে? নিজের জীবনের ওপর যাদের কোন জোর চলে না তবে তাদের জন্মাবার কি দরকার ছিল!

জ্ঞানদা—সেটা বিধাতার ইচ্ছে ব'লতে হবে, যেখানে যার পোতা-পত্নী! এই সেদিন শুনলে না? ও পাড়ার বিধু ঠাকুরের মেয়েটাকে নাকি এমনি ধারা একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আহা বাছাকে ছটামাসও স্বামীর সুখভোগ ক'রতে হ'য়নি! বছর না ঘুরতেই বিধবা হোল! শেষে এক কেঁড়ে টাকা নিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেল।

প্রভা—দেখিস্ জ্ঞানদি, আমারও কপালে ঠিক তেমনটী হয় বুঝি।

জ্ঞানদা—আর হবে কি বাছা হ'য়ে ব'সে আছে! বাবার বয়সী বর, সে বাঁচবেই বা ক দিন! বিয়ে না হ'তেই বিধবা হবে, দুমাস পরেই আবার ঘরের মেয়ে ঘরে আস্‌বে, আজন্ম একাদশী ক'রবে! আর তোমার এই নব

ঢল ঢল যৌবনের ফোটা গোলাপ আজন্ম ধ'রে মদন দেবতার পদে পুষ্পাঞ্জলি দেবে! ঠাকুর এ জন্মের কামনা হয়ত পর জন্মে পূরণ ক'রবে! এখন চল বাছা শীগ্‌গীর ক'রে আমার বেজায় কাজ প'ড়েছে! আজকে থেকে আমার ওপর বাসর সাজাবার ভার প'ড়েছে।

প্রভা—না না আমি তা কিছুতেই হ'তে দেব না, আমার মন যা চাইবে তাই ক'রব!

জ্ঞানদা—নাও এখন গা তোল, এই প্রেম পূরিত দেহখানা ধ'রেই নিয়ে যেতে হবে দেখ্‌ছি

[প্রভাবতীকে ধরিয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম, প্রভাবতীর পুষ্পোদ্যান।

[সম্মুখে বাঁকা নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে]

প্রভাবতী আপন মনে পুষ্প চয়ন করিতেছে।

[সহসা কমলার প্রবেশ]

কমলা—প্রভা! প্রভা! তুই এখানে! যা হোক মেয়ে বাছা, আমি তোকে কত যায়গায় খুঁজে এলুম! আজ সারা দিন কিছু খাসনি, তোর কি হ'য়েছে বল্ দেখি? এখন চ বাছা লক্ষ্মী মেয়েটি হোয়ে কিছু খাবি চ! আমি তোর জন্যে কত রকমের খাবার তৈরী ক'রে রেখেছি। নে এখন বাড়ী চ মা আমার সঙ্গে! আর দুদিন পরে তুই আবার পরের ঘরে যাবি বাছা আর এমনটী ক'রে খাওয়াতে পাব না!

প্রভা—সে কি কথা মা! তবে তুমি কি আমায় বিদেয় ক'রে দেবে?

কমলা—ষাট্ ষাট্ বিদেয় কেন মা তোর বিয়ে দিয়ে দোব! সে দিন শুনলি ত প্রভা আমি তোর পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তোর সেই মামার গাঁয়ের

রাম বাঁড়ুজ্যের ছেলেটাকে জামাই ক'রব ব'লে কাল সব কথা বার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেলেছি! তোর জন্মদাতা পিতা চাঁদপুরের সেই বুড়ো জমিদারটার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার মতলব ক'রেছে! আর আমি গর্ভধারিণী মাতা তাই তোর মুখ পানে চেয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে পরশু শিবপুরে গিয়ে সব কথা ব'লে এসেছি! এখন তোর পছন্দ হ'লেই হ'চ্ছে! ছেলেটী দেখতে শুনতে মন্দ নয়, ভাগ্যে থাকে দু-বছর পরেও ত সুখ হবে! আমি যে তোর মা, তোর সুখেই যে আমার সুখ! এ কি চুপ ক'রে রইলি যে, বল্ না বাছা লক্ষ্মী মেয়েটী হ'য়ে আমার মতেই ত তোর মত্? তুই এ বিয়েয় রাজি আছিস্ ত প্রভা? তারা আমাদের আপনার লোক, টাকা কড়ি কিছু লাগবে না, ঘর থেকে গহনাগুলো সব পুরাতনই নেবে আর বিশেষ ক'রে ধ'রলে হয়ত ঘর জামায়ে এসেও থাকতে পারে!

প্রভা—তাতে বাবা কি মত্ দিয়েছেন! তিনি রাজি আছেন ত মা?

কমলা—তাতে কি যায় আসে প্রভা! তুই আমার শিক্ষিতা মেয়ে তোর ইচ্ছেতেই ইচ্ছে! ঐ সে দিন দেখলিনে কানাই বাঁড়ুজ্যের মেয়েটা কি ক'ল্লে! স্কুলে গিয়ে ছেলে পছন্দ ক'রে এসে এক ঝুড়ি চিঠি পত্র লিখে লিখে বর আনলে।

প্রভা—তা হোক মা আমি তোমাদের ও কথা মোটেই পছন্দ করিনে, তিনি জন্মদাতা পিতা তাঁর অমতে আমার মত্! তুমি এ কি কথা ব'লছ মা?

কমলা—তিনি খেপেছে বাছা খেপেছে! বুড়ো হ'লে ভীমরথী নাকি হয়, তোর বাবারও ঠিক তাই হ'য়েছে!

প্রভা—ব'লেছি ত মা অদৃষ্টের ওপর ত আর জোর চলে না। পিতার কথার অবাধ্য হ'লে নরকেও যে আমার স্থান হবে না মা!

"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতহীঃ পরমন্তপঃ।
পিতরী প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

আমার মত শিক্ষিতা মেয়ে যদি পিতৃ বাক্য লঙ্ঘন করে তা হ'লে আর কেউ কখনও মেয়ে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবে না! আমার এই ক্ষুদ্র জীবন ব্যর্থ ক'রে যদি পিতা ইচ্ছা পূর্ণ করেন তা ক'রতে দাও মা, বাধা দিও না! সুখ দুঃখ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তার জন্যে ভাবলে চ'লবে না মা' তাই ব'লি পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের কর্ত্তব্য হারিয়ে ফে'ল না মা'!

কমলা—এ্যাঁ এ্যাঁ একি কথা শুনি আজ তোর মুখে প্রভা! তুই না লেখা পড়া শেখা মেয়ে! তাই বুঝি হোল পিতাই তোর দেবতা! তবে তবে মা কি সন্তানের কেউ নয়! পুত্র কন্যার ওপর মায়ের কোন কি জোর চলে না। প্রভা! প্রভা! তোকে কে দশ মাস দশ দিন গর্ভে স্থান দিয়েছিল! কার বুকের স্বত্ব খেয়ে মানুষ হ'য়ে ছিলি পাষাণী!

প্রভা—তবু তবুও তিনি পিতা—চিরারাধ্য দেবতা!

কমলা—পিতা পিতা—আর মাতা—

প্রভা—তিনি মায়েরও সর্ব্ব দেবতা।

কমলা—হা অদৃষ্ট! আমার আশা কি তবে পূর্ণ হবে না!

প্রভা—একি একি তুমি কাঁদছ মা?

কমলা—দূর হ দূর হ কালা মুখী, আমি আর তোর মা হ'তে চাইনে! যে বুকের সত্ত্ব খেয়ে গুণ মানে না তার আবার মাতৃ ভক্তি কোথায়! আজ থেকে জগৎ জেনে থাকুক যে ভদ্র ঘরের লেখা পড়া শেখা মেয়ে শুধু পিতাই চেনে—মায়ের কদর বোঝে না।

[ক্রোধ ভরে কমলার প্রস্থান্।

প্রভা—চমৎকার প্রকৃতি! হা নিষ্ঠুর বিধি, জানিনে আমায় নিয়ে একি খেলা খেল্‌ছিস্! পিতার মতে মাতা বিরোধী, মায়ের ইচ্ছায় পিতার ক্রোধ! তবে তবে আমি এখন কোন পথে যাই, কাকে শুধাই! আমি কি ক'রবো বিষ খাব! না জলে ঝাঁপ দোব! না আমার শেষ সম্বল, জ্বালার অবসানিত ছুরিকা খানা বুকের মাঝে আমূল বিদ্ধ ক'রে দোব!

(প্রভাবতী কোমর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত)

তবে তবে সহায় হও অস্ত্র, সহায় হও আমায় মৃত্যুর পরপারে পাঠিয়ে দিতে! নিয়ে চল আমায়, যেখানে বিবাহের বন্ধন নেই, পাপ পুণ্য নেই, যেখানে মাতৃ ঋণের দায় নেই, মায়া নেই—আশক্তি নেই আমায় সেই খানে নিয়ে চল মৃত্যু!

(প্রভাবতীর হস্ত হইতে ছুরিকা পড়িয়া গেল)

না না পারলুম না এই চক্ চকে ছোরা খানা বুকের মাঝে আমূল বসিয়ে দিতে! তবে তবে আমি কি কোরব! না না আমার বাঁচা হবে না, আমায় যে ম'রতেই হবে! হ্যাঁ হ্যাঁ এই বার পেয়েছি ঠিক উপায়

পেয়েছি! ঐ যে জল ভরা স্রোতস্বতী সম্মুখে কল্ কল্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে! যাই যাই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়িগে! বেশ হবে কেউ কোথাও নেই—কেউ কোথাও নেই।

[প্রভাবতী নদীগর্ভে ঝম্পোদ্যতকালে পশ্চাদ্দিক হইতে শশীভূষণ আসিয়া তাহার আঁচল ধরিল]

শশী—কেউ কোথাও না থাক্‌লেও যে শশী আছে এখানে।

প্রভা—(ভীতা হইয়া) কে কে তুমি আমার আঁচল ধ'রে টানলে পেছন থেকে!

শশী—(আঁচল ছাড়িয়া) এ একটা অচেনা, বোধ হয় অন্যায় হ'য়েছে।

প্রভা—কে-কে তবে কি সেই শশী বাবু?

শশী—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই স্কুলে পড়া সাথী তোমার! প্রভার আকাশে আজ শশীর উদয় হ'য়েছে! তা এত বিস্মিতা হ'চ্ছ কেন! আমায় ভুলে গেছ প্রভা! "প্রভার যৌবন কালে শশী উঠিবে ভালে" তোমার সেই স্কুলে শেখা গান খানা একবার গাও দেখি প্রভা সব কথা মনে প'ড়বে এখন।

প্রভা—হ্যাঁ মনে প'ড়েছে আমার! গান বিনিময়ে প্রাণ বাঁচান এটা কি তোমার উচিত হোল শশীবাবু?

শশী—আর বিয়ের ভয়ে মরণ বরণ করা এটা বুঝি তোমার খুব দরকার হ'য়ে প'ড়েছে নয় প্রভা?

প্রভা—সেটা শুধু কর্ত্তব্য খাতিরে, দান করা প্রাণ আবার একজনকে দান ক'রতে হবে ব'লে তাই মৃত্যুর প্রয়োজন হ'য়েছিল আমার—

শশী—কাকে! কাকে দান ক'রেছ প্রভা তোমার ঐ নব যৌবনের সবটুকু?

প্রভা—যে মন চোর আড়াল থেকে বাণ মেরে আমায় এক দিন গান শেখাবার ভাণ ক'রে কেড়ে নিয়েছিল আমার প্রাণটা—সেই—সেই তাকে।

শশী—(আশ্চর্য্য ভাবে) তবে তবে কি আমাকে? এ্যাঁ এ্যাঁ কি ক'রেছ প্রভা! আমি যে বাপের ত্যজ্য পুত্র, তিনি তৃতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে স্ত্রৈণ্যতা বশে আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। আজ বার বৎসর হোল আমি সহায় সম্পদ হীন, দীন দৈন্যতাকে আঁকড়ে ধ'রে এই মরুময় বিশ্বখানায় ছুটে বেড়াচ্ছিলুম, শেষে এক হৃদয়বান্ মহাপুরুষ আমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'রে তাঁর পর্ণ কুটীরে আশ্রয় দিয়েছেন। এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর প্রভা. তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার অযোগ্য পাত্র।

প্রভা—অযোগ্য না হ'লেও অপারক, কেমন না? তুমি হচ্ছো সংযম সিদ্ধ তাপস প্রবর, আর আমি হ'চ্ছি প্রেমোন্মত্তা মোহিনী কলাবিদ্ ধারিণী ঔদ্ধত্যশীলা বারাঙ্গনা! কেমন না? তাই তুমি আমায় এতখানি ঘৃণা ক'রতে পেরেছ!

শশী—না না রাগ কর কেন প্রভা আমি কি তোমায় তেমনি ভাবি! তুমি যে আমার হৃদয় রাজ্য জয় ক'রে নিয়েছ অনেক দিন! তবে কি জান আমি সহায় সম্পদ হীন বনচারী! আমায় বিবাহ ক'রলে অনেক বিপদ আসবে তোমার মাথার ওপর।

প্রভা—কেন আমি সুন্দরী ব'লে! ভুল ভুল ধারণা! তোমরা নারী জাতিকে সরল ভাবে বিশ্বাস ক'রতে পার না তাই ও কথা ব'লছ! সর্ব্বদাই স্বার্থপর দুর্ব্বলাভরণে গঠিত তোমাদের প্রাণ তাই ও কথা ব'লছ!

শশী—না না তা হয় না প্রভা! এ তোমার অন্যায় আবদার আমি কিছুতেই রাখতে পারব না!

প্রভা—তবে তবে কেন ফিরিয়ে আনলে আমায় মৃত্যুর পথ থেকে! প্রাণের জ্বালায় সব ছেড়ে সব আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে মৃত্যুর কোলে জুড়ুতে যাচ্ছিলুম তাও কি তোমার সইল না!

শশী—তা কি সয় প্রভা! আমিও যে তোমার মত হাত পা ওয়ালা মানুষ, আমার প্রাণেও যে মায়া মমতা সব ভরা রয়েছে! তোমায় যে আমি ভাল বাসি তার কি একটা মূল্য নেই?

প্রভা—না না তোমরা ভালবাসাটাকে মোটেই পছন্দ কর না! কঠিন পাথরে গঠিত তোমাদের প্রাণ! পরিণয় সূত্রে বেঁধে আশার কুহকে ফেলে প্রেমের উচ্চ শিখায় দগ্ধ কর কেবল অবলা নারী জাতির প্রাণ!

শশী—ছেড়ে দাও ও কথা প্রভা! বক্তৃতার ভণিতায় অতখানি অধৈর্য্য হওয়া ভাল নয়! তোমাদের ভালবাসা যে ইতি অন্তহীন জগৎ তা অনেক দিন থেকেই জেনে রেখেছে। এখন আমায় বিদায় দিয়ে তুমি বাড়ী ফিরে যাও, এ সময় যৌবনের উন্মাদনায় গা ঢেলে দিয়ে অপরের সঙ্গে কথাবাত্রা কওয়া তোমার নেহাত অন্যায়।

প্রভা—কে কে পর শশীবাবু! তবে পর হ'য়ে এতখানি সাহস পেলে কোথা থেকে? লুকিয়ে চোরের মত ভদ্রলোকের খিড়কী বাগানে ঢুকে পেছন থেকে মেয়ে ছেলের আঁচল ধ'রে টানাটানি করার নামই কি তোমাদের মত ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ প্রকৃতির কর্ত্তব্য! না এরই নাম সংযম সিদ্ধ পুরুষ হৃদয়ের মদগর্ব্বতা!

শশী—কে কে আমি! কখন কি ক'রেছি! কি ক'রেছি! তাইত তাইত প্রভা তুমি আজ আমায় একি সমস্যায় ফেল্‌লে! আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে কি দোষ ক'রেছি তোমার কাছে!

প্রভা—চৌর্য্য ভাবে অনধিকারে প্রবেশ ক'রেছ! আঁচল ধ'রে টানাটানি ক'রেছ আর আমায় মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছ।

শশী—প্রভা প্রভা আমায় ক্ষমা কর! তুমি আমার এই মস্ত ভুলের সংশোধন কর কঠিন শাস্তি দিয়ে! বিচার নেই, আপত্তি নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, শুধু শাস্তি! শাস্তি দাও প্রভা আমায়!

প্রভা—হ্যাঁ দেব, তোমায় শাস্তি দেব শশীবাবু, আমার সেবা গ্রহণ করাই তোমার শাস্তি।

শশী—ভুল! ভুল ধারণা প্রভা! সত্যই আমি তোমার অযোগ্য, আমা হ'তে তোমার কোন সাধ পূর্ণ হবে না। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও প্রভা, কর্ত্তব্য পথে যেতে বাধা দিও না!

প্রভা—আমায় কর্ত্তব্য রক্ষা ক'রতে দাও সখা, তোমার চরণ সেবা ভিন্ন আর যে আমার অন্য গতি নেই।

শশী—না না তা হ'তে পারে না প্রভা, জেনে রেখো মিলন অসম্ভব!

(প্রস্থানোদ্যত)

প্রভা—সখা সখা!

শশী—ব'লেছি ত আমি সংযম ব্রতধারী, আমা হ'তে তোমার কোন সাধ পূর্ণ হবে না!

[প্রস্থান।

প্রভা—হা নিষ্ঠুর এ কি ক'রলে !

[প্রভাবতী মূর্চ্ছিতা ভাবে মৃত্তিকায় পতন।

দৃশ্যাপসরণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কাল অপরাহ্ন।

স্থান—চাঁদপুর, বাঁকা নদী।

নদীতীরস্থ ধনদাসের পর্ণকুটীর।

[বসন্ত-রোগাক্রান্ত ধনদাস পদ্মাবতীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া আছে, পদ্মাবতী বাতাস করিতেছে।]

পদ্মা—আমার দেব মূর্ত্তি স্বামী আজ ঋণের দায়ে বড় লোকদের অত্যাচারে ঘর বাড়ী ছেড়ে নদীর কিনারায় এসে পর্ণ-কুটীরে শুকিয়ে ম'রতে ব'সেছেন ! যাঁদের বাড়ীতে একদিন অন্নদানের মহাক্ষেত্র ছিল আজ তাঁরা সহায় সম্পদহীন ! হায় জগবন্ধু ! তুমি ঘৃণ্য চাষী মানুষদের কেন সৃষ্টি ক'রেছিলে নারায়ণ ! কোন কৃত পাপের ফল ভোগার্থে আমাদের সব শুকিয়ে মারছ ! তুমি ত জান দয়াময় কি না ছিল আমাদের ! আজ আবার এ কি পরীক্ষায় ফেললে নারায়ণ ! ক্ষুধিত উদরান্নের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বসন্ত রোগের দারুণ জ্বালায় আমাদের জ্বালাতন ক'রতে লাগলে ! হয়ত আর দু—একদিন পরেই স্বামী আমার সবাইকে ছেড়ে চ'লে যাবেন ! তখন তখন কি দশা হবে আমাদের হে দীনবন্ধু মধুসূদন তুমি না দয়া ক'রলে।

ধনদাস—ওঃ মাছিগুলো বড় জ্বালাতন ক'রছে একটু বাতাস কর পদ্মা! হা নারায়ণ একি ক'রলে! অনাথ কাঙ্গালকে আমি কার কাছে রেখে যাব! আর বুঝি সেরে উঠতে পারলুম না পদ্মা! দিনে দিনে সব যেন অসাড় হ'য়ে আসছে! ওঃ বড় অসহ্য যন্ত্রণা পদ্মা! যা কেউ কখন মুখে প্রকাশ ক'রতে পারে না! এর চেয়ে আর বোধ হয় কিছু শক্ত রোগ নেই পদ্মা! যা মানুষকে এত শীগ্‌গীর মরণের পথে টেনে নিয়ে যায়!

পদ্মা—হায় ভগবান্! কেন আর এমন শাস্তি দিচ্ছ আমাদের! মানুষ তাড়িয়ে দিয়েছে গ্রাম থেকে আর তুমি তাড়িয়ে দেবে কি প্রভু জগৎ থেকে!

[ভৃত্য গোবর্দ্ধন ও ভদ্রেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের প্রবেশ]

গৌরকিঙ্কর—আরে এই যে সোণার চাঁদ! ঋণ শোধ করবার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে নদীর ধারে এসে বেশ নিরিবিলিতে আরামের কোলে শুয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে দিব্যি নিদ্রা যাওয়া হ'চ্ছে! আরে হা হা হা একেই বলে হক্কের ধন হারাবার নয়! পালাবে কোথায় সোণার চাঁদ! এ বামুনকে ফাঁকি দিয়ে স্বয়ং রাহু বেটারও নিস্তার নেই! হুঁ হুঁ সোণার চাঁদ মহাজনকে ফাঁকি দিতে হ'লে একটু লেখাপড়া শেখার দরকার হয়! আরে বেটা ঘুমিয়েছে না ম'রেছে গ্যাখ্‌ত গ্যাখ্‌ত! বেটা ম'রে থাকে ত ডবল ক'রে মার্ আর ঘুমিয়ে থাকে ত আস্ত মাটীতে পুঁতে বেটাকে কুকুর লাগিয়ে খাওয়া। (ভৃত্যদ্বয় অগ্রসর হইল।)

পদ্মা—ওগো, ওগো জাগিয়ো না গো জাগিয়ো না আজ পাঁচ ছ'দিন পরে এই মাত্র একটু ঘুমিয়েছে! ওগো আমি তোমাদের পায়ে মাথা খুঁড়ে ম'রব তবু ওঁকে জাগাতে দেব না।

গোবর্দ্ধন—(নাকে কাপড় দিয়া) আরে রাম রাম ! পণ্ডিত মশাই এ যে বসন্ত রোগী। উঃ কি দুর্গন্ধ ! দোহাই পণ্ডিত মশাই আমরা এখন খ'সে প'ড়ি।

[ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান।

গৌরকিঙ্কর—এঁ্যা এঁ্যা এ বেটারা সব পালালো ! সত্যই কি এর বসন্ত হ'য়েছে ! দোহাই মা বসন্ত বুড়ী দেখো মা যেন ভুলে মুলে গরীব বামুনের ওপর শুভদৃষ্টি ক'রো না মা, আমি বাড়ী গিয়ে তোমার পূজোয় দশ হাঁড়ি তেল হলুদ পাঠিয়ে দোব, আমায় এ যাত্রায় রক্ষা করো মা।

পদ্মা—ব্রাহ্মণ ! আমাদের এ বিপদকালে দয়া ক'রে এসেছেন যখন তখন দয়া ক'রে একটু পায়ের ধূলো দিন আমার এই রোগাক্রান্ত স্বামীকে ! শুনেছি আপনাদেরই পদরজে রাজার ছেলের গলিত দেহ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল ! দিন দিন একটু দয়া করুন।

(গৌরকিঙ্করের পদ ধারণ।)

গৌরকিঙ্কর—আ ছুঁবিরে মাগী ছুঁবী, খুব ভক্তি দেখাতে শিখেছ দেখছি ! ও ব্যাটা চাষাদের প্রতি আবার দয়া, ব্রাহ্মণের দয়া মানিক চাঁদ ব্রাহ্মণের দয়া, নেহাৎ অপাত্রে প'ড়তে চায় না ! যেখানে উত্তম মধ্যম ভোজন সেই খানেই দয়ার শুভাগমন, নচেৎ এই টিকির ব্যজন ছাড়া আর কিছুই মিলবে না ! এখন কেমন আছ হে ধনদাস ! এ পণ্ডিতকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসার ফল কেমন হাতে হাতে ভোগ ক'রছ !

ধনদাস—এঁ্যা কারা ওরা পদ্মা আমায় দেখতে এসেছে !

গৌরকিঙ্কর—তোমায় যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে দিতে এসেছে! বেটার আবার ন্যাকামী দেখ না! আমায় চিনতে পারছ না হে! আমি যে তোমার সেই ছেলে পড়ান পণ্ডিত মশাই। এক বৎসর নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে পালিয়ে এলে এখন সুদে আসলে হিসেব ক'রে দেখলে প্রায় পাঁচের কোঠা পার হোল, এখন সোজা কথায় উত্তর চাই মাইনের টাকাগুলো দেবে কি না?

পদ্মা—ওগো, ওগো অত জোরে চীৎকার ক'রবেন না ঘুম ভেঙ্গে যাবে, আজ ক দিন পরে এই মাত্র একটু ঘুমিয়েছে! দেখছেন না ওঁর কি হ'য়েছে!

গৌরকিঙ্কর—আরে হ'য়েছে ত হ'য়েছে কি! রেখে দে মাগী ঘুম! ঘুম ত বড় লোকের জন্যে গরীব মানুষের আবার ঘুম কিসের!

পদ্মা—মানুষ হ'য়ে মানুষের ওপর অতখানি অত্যাচার ক'রতে নেই পণ্ডিত মশাই! জেনে রাখবেন রোগের হাত থেকে কেউ কখন এড়াতে পারে নি! সকলকেই একদিন না একদিন এই আসন্ন শয্যায় শুতে হবে রোগে ভুগতে হবে!

গৌরকিঙ্কর—তোর সাতগুষ্টী ভুগুগ রে মাগী তোর সাতগুষ্টী ভুগুগ!

পদ্মা—পণ্ডিত মশাই আপনারা ভদ্রলোক হ'য়ে কি না ক'রেছেন! আমাদের সব বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, মেরে পিষে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে দিয়েছেন! গ্রাম ছেড়ে নদীর ধারে এসে আমরা গাছতলায় প'ড়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে ম'রছি তাতেও কি আপনাদের আশা মেটেনি! এর ওপর আরও শাস্তি দেবেন! তবে দিন শাস্তি দিন যত পারেন আমায় মারুন তবু আমার স্বামীর গায়ে হাত দেবেন না!

গৌরকিঙ্কর—ধান ভান্‌তে শিবের বিয়ে, ব'লি গাত্র হরিদ্রার লোক পাচ্ছ না বুঝি তাই আমাকেও সঙ্গী ক'রেছ! ঋণ ক'রেছে ওর স্বামী আর শাসন সহ্য ক'রবেন উনি! তবে ছাখ মাগী কেমন ক'রে পণ্ডিত টাকা আদায় করে!

[গৌরকিঙ্কর ধনদাসকে লাঠির গুঁতা দিতে লাগিল]

ধনদাস—ওঃ পদ্মা আমি চ'ল্লুম তুমি আমার কাঙ্গালকে দেখো! ওহো জগৎ ভাল ক'রে দেখ ঋণের পরিণাম কি ভয়াবহ! গো হত্যা, নর হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা সকল পাপেরই ক্ষমা আছে তবু "ঋণের দায়" থেকে উদ্ধার নেই! পেটের দায়ে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মোরো তবু যেন কেউ কখন "ঋণের দায়ে" পড়ো না!

গৌরকিঙ্কর—বেটার আবার প্যামনা করা হ'চ্ছে তবু টাকা দেবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না।

পদ্মা—ওগো ওগো আপনি আমায় মারুন, মেরেই যদি আপনার ঋণ শোধ হয় তবে যত পারুন আমায় মারুন।

[ভিক্ষুক বেশে কাঙ্গালের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন।]

কাঙ্গাল—ওগো ওগো তোমরা কে কোথায় আছ ছুটে এস পিশাচে আমার মা বাবাকে মেরে ফেল্লে! মা! মা! চল আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে আমার বাবাকে নিয়ে।

গৌরকিঙ্কর—কোথায় পালাবে বেটা! যমের দক্ষিণ দুয়ার পার হ'লেও নিস্তার নেই।

ধনদাস—হায় ভগবান ঋণগ্রস্ত জীবের শাস্তি এত ভীষণ, এত কঠোর! হে কঠিন হৃদয় মহাজন কি চান আপনি? "ঋণের দায়ে" আমাদের এই

তিনটে প্রাণ নিয়ে কি আপনার ঋণ শোধ ক'রতে পারবেন? তা যদি পারেন তবে দিন আপনার ঐ লাঠিটা আমি স্ব হস্তে স্ত্রী পুত্রকে হত্যা ক'রে আপনাকে রক্তের নদীতে স্নান করিয়ে দিই!

কাঙ্গাল—না বাবা আমি তোমায় নরহত্যার পাতক হ'তে দেব না, আমি কারও মরণ দেখতে পারব না। ওগো পণ্ডিত মশাই আমাদের মেরে ফেলবেন না, আমি আর একটু বড় হ'লে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দোব।

গৌরকিঙ্কর—আচ্ছা তোরা সবাই মিলে যখন ব'লছিস তখন তাই যা হয় করিস্। এখন শোন এদিকে উঠে আয় দেখি! (কাঙ্গাল উঠিয়া গেল।)

এই হাতচিঠিটার কপাল টোক্‌চায় তোর বাবার বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ নিয়ে আয় দেখি। ৫০৲ টাকা আসল আর তার সুদ ১০৲ টাকা মোট ৬০৲ টাকা, অঙ্কটা কথায় লিখতে ব'লবি।

[কাঙ্গাল পণ্ডিতের হস্ত হইতে হাতচিঠিটা লইয়া বাবার বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ সই লইল ও মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া পণ্ডিত মশায়ের হস্তে দিল]

কাঙ্গাল—এই দেখুন পণ্ডিত মশাই ঠিক হ'য়েছে কি!

গৌরকিঙ্কর—(কাঙ্গালের হস্ত হইতে হাতচিঠা লইয়া) কই কই দেখি দেখি যা হোক এত দিনে টাকাগুলোর একটা হিল্লে হোল! বাবা সোজা কথায় কি আর কাজ করে, একটুখানি চোখ রাঙালে বেটা ছোট লোকগুলো যেন চরকী ঘুরোন ঘুরতে থাকে! ব'লি হ্যাঁরে ছোকরা তোর ঐ ঝুলিতে কি আছে রে দেখি দেখি!

কাঙ্গাল—পণ্ডিত মশাই এর নাম ভিক্ষের ঝোলা। এতে সারাদিনের ভিক্ষে করা কিছু চাল ডাল আছে। এই ঝোলাই আমাদের জীবন-দাতা।

গৌরকিঙ্কর—কই কই দেখি দেখি বা বেশ-ত!

[কাঙ্গালের হস্ত হইতে ঝুলি লইয়া]

যা হোক গিন্নি মাগীকে দেখাবার মত একটা জিনিষ পাওয়া গেল! এই অদিনের সখা ঝুলন দেবতাই সাক্ষী দেবে যে আমি তাগাদা ক'রতে এসেছিলুম কি না! [ঝুলি সহ গৌরকিঙ্করের প্রস্থান।

কাঙ্গাল—ওগো ওগো পণ্ডিত মশাই আমার ভিক্ষের ঝোলা নিয়ে যাবেন না আমার বাবা যে তা হ'লে উপবাসে ম'রে যাবেন! মা! মা! উঠ মা, দেখ মা দুষ্ট মহাজন আমার ভিক্ষের ঝোলা কেড়ে নিয়ে গেল! জগতে কি কেউ নেই মা ওঁকে শাস্তি দিতে!

[কাঙ্গাল মায়ের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল]

পদ্মা—কেউ নেই কেউ নেইরে কাঙ্গাল গরীব লোকের ওপর দয়া ক'রতে! সবাই স্বার্থের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে! শুধু কেড়ে নিয়ে গেছে মেরে রেখে যায়নি এই ঢের! চুপ কর্ কাঙ্গাল আর কাঁদিস নে যাদু! ভগবান আমাদের সইতে দিয়েছেন এখন যে সব সইতেই হবে রে বাপ!

কাঙ্গাল—মা! মা! আমরা কি খাব?

পদ্মা—ওই নদীর জল আর বনের ফল আছে, যত দিন বাঁচিস্ তাই খেয়েই বেঁচে থাক্‌তে হবে রে কাঙ্গাল! আর ভিক্ষে ক'রতে যেতে হবে না তোকে, তুই কেবল সেই ক্ষুধাহারী ভগবানকে ডাক্ সকল জ্বালার শান্তি পাবি এখন।

[কাঙ্গাল ধীরে ধীরে উঠিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে লাগিল]

গীত

শুনিতে কি পাওনা হরি
কাঙ্গালের এই বেদনা।
আকুল প্রাণে ডাকছি এত
তবু কেন দেখা দিলে না ॥
মায়ের মুখে শুনি হরি
ক্ষুধাহারী নাম তোমারি।
ক্ষুধার অন্ন দাও গো খেতে
ভুলিয়ে দিতে সব যাতনা ॥

পদ্মা—কাঙ্গাল কাঙ্গাল তোর বাবা বুঝি আমাদের ফেলে চ'লে যাচ্ছেন, স্বামী! স্বামী!

[ছুটিয়া পিতার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া]

কাঙ্গাল—বাবা! বাবা!

দৃশ্যাপসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য—কাল সন্ধ্যা।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম, পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের অন্দর বাটী।

গৌরকিঙ্কর ও কমলা,

[অদূরে প্রভাবতী সহচরীগণ সহ উপবিষ্টা।]

গৌরকিঙ্কর—(হাস্য কণ্ঠে) চাকর বেটা আমার চেয়েও সৌখীন! দেখছি বাড়ীখানা একেবারে চরম ক'রে সাজিয়ে তুলেছে! আর সাজানই ত দরকার জমিদার জামাই হ'চ্ছে এমন সৌভাগ্য " ক " জনের ভাগ্যে ঘটে!

কমলা—ওগো না না কিছুতেই না, ওগো তোমার পায়ে প'ড়ি গো, তুচ্ছ জমিদারীর লোভে এমন সোণার চাঁদ মেয়ের সর্ব্বনাশ করো না! না না আমি তা কিছুতেই হ'তে দেব না!

গৌরকিঙ্কর—আঃ কি জ্বালাতনেই প'ড়েছি আর কি! মেয়েটাকে যেন যমের হাতে সঁপে দিচ্ছি আর কি! তাই দিন রাত ভ্যান্ ভ্যান্ প্যান্ প্যান্ ক'রে কেবল কাজের পথ বিঘ্নময় ক'রে তুলছে! ব'লি তোমার মেয়ে আর আমার কি কেউ নয় তাই আমি ওর সর্ব্বনাশ ক'রছি! স্বামীর সুখ চেয়ে টাকার সুখ ঢের বেশী, টাকা হাতে থাক্‌লে অমন দশ গণ্ডা স্বামী গলি ঘুঁজিতে উঁকি মারবে! তুমি বোঝ না গিন্নি, ভবিষ্যতে সুখের কামনা ক'রতে হ'লে প্রথমটা একটু কষ্ট সহ্যই ক'রতে হয়! এখন যাও গিন্নি মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ছাঁদনা তলায় আনবার যোগাড় কর গে, এখুনি বর আসছে।

কমলা—কি ব'লছ! কি বুঝবে তোমরা নারীর বেদনা! নারী শুধু জীবনের সকল আশা সকল ভালবাসা কামনা ভরা হৃদয় নিয়ে জন্মাবার বহু পূর্ব্ব থেকেই স্বামীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা ক'রে আসছে! নারী জানে শুধু সর্ব্ব

ধর্ম্ম-কর্ম্মের সার পাপ পুণ্যের ফল দাতা স্বর্গ মর্ত্তের দেবতা স্বামী ছাড়া আর কিছুই নয়! তাই এতখানি তোমরা এই আশাভরা সুশীতলা সরসীর তরঙ্গ হিল্লোলে সুখী হ'তে পেরেছ!

গৌরকিঙ্কর—তাই বুঝি কোলে তুলে মনের ভুলে দেবী ব'লে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে! তা হবে না ব'লছি গিন্নি, সোজা কথায় এখান থেকে চ'লে যাও নইলে চাকর দিয়ে অপমান করা হবে।

কমলা—না না যাব না যতক্ষণ মেরে না ফেলবে! স্বহস্তে মেয়েকে বিধবা সাজান চেয়ে মার খাওয়া ঢের ভাল, হয় সে না হয় আমি।

গৌরকিঙ্কর—ব'লি ওরে গোবরা, শুনছিস্ রে ভুদে, ব'লি ও গোবে ভুদে—

[গোবর্দ্ধন ও ভদ্রেশ্বরের প্রবেশ]

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে আজ্ঞে কি ব'লছেন বাবু!

গৌরকিঙ্কর—মাগীকে ঘরে পূরে তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয় ত! যতক্ষণ বিয়ের কাজ না হয় ততক্ষণ ম'রে গেলেও তালা খুলবি নে, কেমন পারবি ত?

ভদ্রেশ্বর—আজ্ঞে আজ্ঞে উনি যে মা ঠাক্রুণ!

গৌরকিঙ্কর—আর তোর চৌদ্দ পুরুষের মা ঠাক্রুণ! আমার মান আমি যদি বিলিয়ে দিই তা হ'লে তোদের বাবার মাথা কাটা যাবে কি রে ব্যাটা হারামজাদ্!

কমলা—না না আর কাউকে তাড়াতে হবে না আমি যাচ্ছি!

[কমলার প্রস্থান।

গৌরকিঙ্কর—যাক্ বাঁচা গেল! হ্যাঁ এখন ছাখ দেখি তোরা বর আস্‌ছে কতদূর!

[ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান।

সন্ধ্যে যে হয় হয় কই এখনও ত কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না! তবে কি সব ভেস্তে গেল! না না তা হবে কেন! ভদ্রলোকের কথা কি আর দুই হ'তে পারে!

[ভৃত্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ]

উভয়ে—বাবু বাবু! বর আস্‌ছে বর আস্‌ছে!

গৌরকিঙ্কর—কই কই রে ব্যাটা কতদূরে কতদূরে! ও খেস্তি, পুঁটী, ভুঁদী ওরে তোরা সব শঙ্খধ্বনি কর্ শঙ্খধ্বনি কর্!

[ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান।

[নৃত্য সহ প্রভাবতীর সহচরীগণ গাহিতে লাগিল]

গীত

সহচরীগণ— আয় লো সই ফুল দিয়ে ওই
সাজাব বাসর আজ।
আধ ফোটা ফুলে রচিয়া মালা
পরাব সথারে আজ॥
কামিনীর মালা ঝুলাইয়া দিব মোটা ভুঁড়ির ওই উপরে,
ফোগ্‌লা দাঁতের হাসির লহর উছলিবে বঁধুর অধরে,
(আবার) পাকা চুলে পাকা গোঁফে ;
কোব্‌রা পালিস্ ঘসব আজ॥

খোকা বরটা শোবে যখন কুকুর কুণ্ডলী,—
(ওলো) লেজ টেনে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিব উঠবে বধু কেঁউ করি,
(মোরা) বাসর ঘরে রসের আলাপ
ওলো সই ক'রব আজ ॥

প্রভা—যা ভাই তোরা আমাকে বিরক্ত ক'রিসনে, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

[কক্ষ মধ্যে প্রবেশ]

সহচরীগণ—ওলো চ এখন সব বাড়ী যাই চ !

[প্রস্থান।

[বর বেশে জমিদার রামনারায়ণ, পুরোহিত এবং
কতিপয় বরযাত্রিগণের প্রবেশ]

গৌরকিঙ্কর—আসুন আসুন মহদবৃন্দ ! গরীব ব্রাহ্মণের কুটীর আজ ধন্য হোল।

[পুরোহিত, বর, বরযাত্রিগণ ইত্যাদি আসন গ্রহণ করিল]

পুরোহিত—ম-ম-মশাই কি পা-পা-পাত্রী কর্ত্তা !

গৌরকিঙ্কর—আজ্ঞে হ্যাঁ কি আর বলি বলুন সেটা ভগবানের ইচ্ছেয় !

১ম বরযাত্রী—তবে আর বিলম্ব কেন, বিবাহের লগ্ন ত আগত প্রায় !

পুরোহিত—(গৌরকিঙ্করের প্রতি) আজ্ঞে হাঁ। তা বৈ-কি তা বৈ-কি আপনি ত অপারক ব'লে আহারাদির ব্যা-ব্যা-ব্যাপারটা আগে থেকেই মাফ্ চেয়ে নিয়েছেন !

২য় বরযাত্রী—সে কি রকম কথা পুরোহিত মশাই !

পুরোহিত—আ—তো-তো-তোমরা থা-থা থামনা হে বাপু! শুনবে শুনবে এই প-প-পণ্ডিত মশায়ের মেয়েটা অধিক সু-সু-সুন্দরী কিনা তাই জমিদার বাবু লোভে প'ড়ে বু-বু-বুঝলে হে সব যাত্রীর দল!

গৌরকিঙ্কর—আজ্ঞে হ্যাঁ ঐ যা ব'ল্লেন আজ চার বছরের সুদ সমেত খাজনা বাবদ যা পান তাই ঐ মেয়েটাকে জমিদার বাবুর হাতে সঁপে দিয়ে আমি "ঋণের দায়" থেকে মুক্ত হ'চ্ছি! এতে আর ঘোঁট পাকাবেন না, শীগগীর ক'রে কাজ সারুন।

পুরোহিত—আজ্ঞে আজ্ঞে এই যে সে-সে-সেরে দিলুম ব'লে। আজকাল বিবাহে মন্ত্র পুঁথির ত বিশেষ তত দরকার হয় না, তবে কিনা গোটাকতক সাক্ষী চাই, তা তা কন্যার পিতা বর্ত্তমানে আর কিছুরই দরকার হয় না! প্রথম দর্শন পরে মিলন এইটাই বিশেষ কাজের কথা! আর দেরী ক'রবেন না, এইবার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিন!

গৌরকিঙ্কর—আহা একটু সবুর করুন না, এই এল ব'লে।

[কক্ষ হইতে প্রভাবতীকে লইয়া জ্ঞানদা উপস্থিত হইল]

জ্ঞানদা—এই নাও বাপু তোমাদের আদুরে মেয়েকে! ছোট বেলা থেকে আদর দিয়ে দিয়ে যেন পুরুষ মানুষের সাতটা ক'রে রেখেছ! এই রত্তি ধ'রে আন্তে আমার হাড় পাঁজরা সব পিষে দিয়েছে।

[প্রস্থান।

গৌরকিঙ্কর—প্রভা, প্রভা! নারীর কর্ত্তব্য বরণে আনন্দ কর্ প্রভা! এঁকে পতিত্বে বরণ ক'রলে নেহাৎ মন্দ হবে না মা, আমাকে ঋণ থেকে উদ্ধার কর্ আর তুইও হবি রাজরাজেশ্বরী!

রামনারায়ণ—কই পুরোহিত মশাই, এ দিকে বিবাহ লগ্ন যে ভস্ম প্রায়, পণ্ডিত মশাইকে ব'লুন, আর দেরী ক'রছেন কেন ?

পুরোহিত—তা-তা-তাতে কিছু এসে যায় না ! ক্ষণ লগ্ন ক্রিয়া সে-সে সেটা গরীব লোকের বেশী দরকার ! ভ-ভ-ভদ্রলোকদের পক্ষে ও সব এক রকম কিছুই নয় ! এই ধরুন না কুন্তী দেবীর সূর্য্য মিলন কালে শুভ-লগ্ন যে মোটেই ছিল না, তবে অমন কর্ম্মবীর দাতা কর্ণ জন্মাল কোথা থেকে !

৩য় বরযাত্রী—আঃ কি আপদেই প'ড়েছি আজ, থাকুন আমাদের জমিদার বাবু, আমরা এখন যে যার পথ দেখি এস ।

পুরোহিত—আঃ একটু র র-র'শে যাও না বাবা ! তোমরা কি জানবে বাপু মেয়ে সঁ'পে দেওয়া অত সোজা কথা নয় ।

৪র্থ বরযাত্রী—আর বৃথা ব'সে ব'সে পেট কাঁদানটাও ত সোজা কথা নয়, আমরা এখন আসি জমিদার বাবু, কিছু মনে ক'রবেন না যেন !

[বরযাত্রিগণের প্রস্থান ।

রামনারায়ণ—এ্যাঁ ওরা যে সব চ'লে গেল পুরোহিত মশাই !

পুরোহিত—তা যাক্ না কেন ওরা ! ব'লি ও ও-ওরা ত আর বিবাহের মন্ত্র পুঁথি পাঠ ক'রবে না ।

গৌরকিঙ্কর—আসুন পুরোহিত মশাই, এস মা প্রভা, আসুন জমিদার বাবু আজ যোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ ক'রে ধন্য হই !

[জমিদার রামনারায়ণের হস্তের উপর পুরোহিত
ও প্রভাবতীর হস্ত রাখিয়া]

উপরে ধর্ম্ম নিয়ে কর্ত্তব্যের মা ভৈরবী সংসার ধরিত্রীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ আমি আমার সর্ব্ব স্নেহাধার নয়নানন্দময়ী কন্যাকে আপনার হস্তে অর্পণ ক'রলুম।

দৃশ্যাপসরণ।

চতুর্থ দৃশ্য—কাল প্রভাত!

স্থান—চাঁদপুর, ধনদাসের পর্ণ-কুটীরের প্রাঙ্গণ।

[মৃত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া পদ্মাবতী কাঁদিতেছে, কাঙ্গাল মাতার মুখ মুছাইতেছে, অদূরে পণ্ডিত গৌরকিঙ্কর দণ্ডায়মান]

কাঙ্গাল—মা মা! চেয়ে দেখ পণ্ডিত মশাই এসেছেন, চল মা বাবার মৃত দেহের সদগতি ক'রে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে যাই, আমরা মায়ে বেটায় মিলে গতর খাটিয়ে ওঁর সমস্ত ঋণ শোধ ক'রে দেব।

পদ্মা—তা হয় না রে পাগল, সতী কখন পতিহীনা হ'তে পারে না। স্বামী চ'লে যাবেন আর আমি শ্মশানবাসিনীর মত সেই চিতা বুকে ধ'রে থাকব।

কাঙ্গাল—তবে আমি যাই মা পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে।

পদ্মা—তুই তুই কি বুঝবি রে কাঙ্গাল! সব দুঃখ চেয়ে পরাধীন জীবন কি নিদারুণ দুঃখময়!

গৌরকিঙ্কর—কইরে ব্যাটা তোর মা যেতে রাজি হ'ল কি?

পদ্মা—হে জগবন্ধু মধুসূদন এও কি তোমার পরীক্ষা ব'লতে হবে। গরীবের ওপর দয়া কি হবে না প্রভু!

[ক্ষিপ্র গতিতে উঠিয়া গৌরকিঙ্করের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যতা, কাঙ্গাল বাধা দিল]

কাঙ্গাল—মা মা কি ক'রছ মা ও যে ঋণদাতা মহাজন আমাদের, মরণের পর স্বর্গে গিয়েও আমার বাবাকে অমনি ভাবে মারবে!

পদ্মা—(ছুরিকা ফেলিয়া মস্তকে করাঘাত করিয়া) ওহো এখানেও ঋণ এল কাঙ্গাল!

কাঙ্গাল—আক্ষেপ ক'রোনা মা! শুনেছি চন্দ্র মামাও নাকি রাহু দেবের কাছে এক কড়া কড়ি ধার নিয়েছিলেন, ছেলেবেলার ঋণ গ্রহ যেরে তিনি নাকি শোধ ক'রতে ভুলে গিয়ে ছিলেন, তাই যুগযুগান্তর ধ'রে চন্দ্র মামা রাহুর গ্রাসে আপতিত আছেন, তাতেও শোধ হয়নি মা, সেই এক কড়া কড়ি নাকি চন্দ্র মামার বুকে পাথর হ'য়ে আছে।

পদ্মা—ওহো-হো কি ক'রেছি কি ক'রেছি ঋণ দাতা ঋণ দাতা মহাজন! জগতে এর চেয়ে পাপ বুঝি আর নেই।

গৌরকিঙ্কর—হ্যাঁ হাঁ আমি সেই ঋণ দাতা মহাজন।

পদ্মা—(গৌরকিঙ্করের পদতলে বসিয়া করযোড়ে) ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, স্বামীকে ঋণের দায় থেকে উদ্ধার ক'রবো পুত্র বিনিময়ে।

কাঙ্গাল—পণ্ডিত মশাই আমাকে নিয়ে চ'লুন আমি আপনার কত কাজ ক'রে দেব, আর আমি যদি পরিশ্রম ভার সহ্য ক'রতে না পেরে ম'রে যাই তবে আমার মা রইলেন উনি ভিক্ষে ক'রে ক'রে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দেবেন। ঐ দেখুন মা কাঁদতে কাঁদতে বাবার বুকের ওপর অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন। এই বেলা আমায় নিয়ে চ'লুন পণ্ডিত মশাই। হে কাঙ্গালের বন্ধু মধুসূদন তুমি দেখো আমার এই পুত্রহারা জননীকে!

[গৌরকিঙ্কর কাঙ্গালের হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে,
পশ্চাদ্দিক হইতে পদ্মাবতী ডাকিল]

পদ্মা—কাঙ্গাল কাঙ্গাল ত্থাখ তোর বাবা তোর জন্যে কত কাঁদছে মুখ মুছিয়ে দে মুখ মুছিয়ে দে।

[কাঙ্গাল ফিরিয়া যাইয়া পিতার মুখের
উপর মুখ রাখিয়া]

কাঙ্গাল—বাবা বাবা আমি তোমার ঋণ শোধ ক'রতে যাচ্ছি, উঠ বাবা ত্থাখো আমাদের কি দুর্দ্দশা হ'চ্ছে।

গৌরকিঙ্কর—আঃ কি আপদেই প'ড়েছি আর কি, যেন তেন প্রকারেণ একবার নিয়ে যেতে পারলে ব্যাটার হাড়ে ঘুণ লাগিয়ে ছাড়বো। ওরে বিটুলে ছোক্‌রা যাবার নাম ক'রছিস না যে।

কাঙ্গাল—ছেড়ে দাও মা আমি বাবার ঋণ শোধ ক'রতে যাই, শুনেছি এক কড়া ঋণ থাকতে বাবার শব দাহ ক'রতে দেবেন না, যাও মা আমি মুক্ত করিগে বাবাকে "ঋণের দায়" থেকে আর তুমি মুক্ত করগে আমার বাবাকে জগৎ থেকে।

পদ্মা—আর আমার দশা কি হবে কাঙ্গাল! আমি কার মুখ পানে চেয়ে সকল জ্বালার শান্তি পাবো! (ক্রন্দন)

কাঙ্গাল—ঐ তোমার কাঙ্গালের সখা মধুসূদনকে ডাক্‌বে, দুঃখ ক'রো না মা সুখ দুঃখ মানুষের কর্ম্মানুসারে, এতেই তোমার সতী মাহাত্ম্য প্রকাশ হবে আর তোমার এই অসীম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সবাই জানবে যে গরীব চাষী মানুষেরা নোংরা ছোট লোক হ'লেও তাদের কর্ত্তব্য কখনও ছোট নয় হীন নয় ঘৃণ্য নয়, তারা মৃত্যুর পরপারে বড় লোকের চেয়ে সর্ব্বোচ্চ স্বর্গাসনে স্থান পাবে।

পদ্মা—(উঠিয়া) কাঙ্গালরে বাপ রে আমি যে সর্ব্বস্ব হারা বিধবা তোর মা, তুইও কি তবে অভাগিনী মাকে ফেলে চ'লে যাবি! মৃত স্বামীকে কোলে ক'রে জগৎ অন্ধকার দেখছি আর আজ তোকে হারিয়ে আমি কেমন ক'রে থাকবো কাঙ্গাল! বল্ বল্ কাঙ্গাল আমি কোথায় দাঁড়াব!

(কাঙ্গাল গাহিতে লাগিল)

গীত

প্রণমি চরণে বিদায় দাও সন্তানে
ভুলে যাও মাগো আমারে।
(আজি) ঋণ দাতা জনে জীবন বিনিময়ে
উদ্ধারিব আমার বাবারে॥
দাও বিদায় দাও আমায় ভুলে যাও
মুছে ফেল স্মৃতি অশ্রুধারে।
দেখো প্রভু দেখো চরণে রেখো
আমার মা যেন না মরে॥

[গীতান্তে গৌরকিঙ্কর কাঙ্গালের হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল]

পদ্মা—(মৃত্তিকায় আছাড় খাইয়া পড়িল) গেল-গেল-সব শেষ হ'য়ে গেল এ জগতে অভাগিনীর যা কিছু ছিল ! স্বামী স্বামী উঠ আমার কাঙ্গালকে নিয়ে এস পিশাচে ধ'রে নিয়ে গেল ! ওহো-হো !

[মস্তকে করাঘাত ।

ঐক্যতান বাদন ।
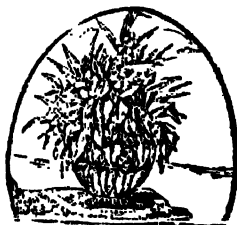
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম, পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের অন্দরবাটী।

বাসর গৃহ।

[শয্যোপরি জমিদার রামনারায়ণ উপবিষ্ট, পার্শ্বে প্রভাবতী ও অপরপার্শ্বে সহচরীগণ দণ্ডায়মানা।]

রামনারায়ণ—সব দাঁড়িয়ে রইলে কেন চাঁদ বদনীরা। আজ বাসর জাগাবার পালা ব'লে আর কি কিছুই ক'রতে নেই! না আমায় বুড়ো ব'লে পছন্দ হ'চ্ছে না বুঝি? হ্যাঁ হ্যাঁ সোনার চাঁদ আমি না হয় একটু বুড়ো হ'য়েছি তা ব'লে আমার আশাটা ত আর বুড়ো হ'য় নি আর আমার টাকার গায়ে ত বুড়ো রংএর ছাপ প'ড়ে নি! এই টাকার জোরে সুন্দরী এই টাকার জোরে! যখন এই কিশোরী কুন্তলা হেমগিরি সদৃশ বিন্ধ্যাচলের চূড়ো ধ'রেছি তখন আর কি তোমাদের ব্যঙ্গ করা সাজে! এখন নাও বাসর আসরটা জাগিয়ে তোল দেখি!

১ম সখী—ও মাগো আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে নাচতে জানি নাকি !

রামনারায়ণ—আর চালাকী কর কেন চাঁদ বদনী ! নাচ গানটা যে এখন শিক্ষিত সমাজের একটা কাজ হ'য়ে প'ড়েছে ! নেচে গেয়ে ভাব ভঙ্গিমার চাউনি বাণ না হানলে নাগর জুটবে কেন ! এখন আর দেরী ক'রছ কেন ! ঐ শ্রীচরণ বেষ্টিত রৌপ্য নুপুরের রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ধিক্কণ তোল আর ঐ কোকিলা কণ্ঠে বীণার বিনিন্দ্রিত তান লহরীতে তোমাদের গরবিনীর মান ভঞ্জন কর।

[নৃত্যসহ প্রভাবতীর সহচরীগণ গাহিতে লাগিল]

গীত

ওলো ত্মাখ ত্মাখ ত্মাখ ত্মাখ ফিরে
অচেনা অজানা নবীন অতিথী—
এসেছে আজ তোর দ্বারে।
লুকিয়ে ছিল কোন আঁধারে তোর প্রেমের নাগর,
রাখনা ধ'রে হৃদ মাঝারে কর্না লো আদর ;
তোর মান তুই তুলে রাখ্
বেঁধে রাখ্ লো মন চোরে ॥

রামনারায়ণ—(শয্যা হইতে উঠিয়া সকলের মুখের চুম্বন লইয়া) বাহবা কি বাহবা সুন্দরী, এমন নইলে কি আর বাসর জমে ! আহা মধুর মধুর ! এমন গান তোমাদের কে শিখিয়েছিল যাদুমণি ! হ্যাঁ এখন তোমরা যাও আর কষ্ট ক'রে সারা রাত জাগতে হ'বে না ! এই এই তোমাদের সখী যখন চোখ খুলেছে তখন আর মুখ খুলতে বেশী দেরী হবে না। (শয্যায় উপবেশন)

[সহসা ধীর পদে জ্ঞানদার প্রবেশ]

জ্ঞানদা—ব'লি কেন লো তোরা এত গোলমাল ক'রছিস্ এখানে! যা হোক কলিকালের সব মেয়ে বাছা! যেন পুরুষ মানুষের সাতটা! আমরাও বয়স কালে কত কি ক'রেছি বাছা তবু অমনটী ছিলুম না! এখন নে তোরা পালিয়ে আয় শীগ্‌গীর ক'রে!

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

২য় সখী—ওলো হ্যাঁ হ্যাঁ চ এখন সব বাড়ী চ, দেখছিস্ নে লজ্জা ভরে আমাদের সখী তেমন কিছু ব'লতে পারছে না!

৩য় সখী—তবে দেখবেন জামাই দা উষ্ণ খোলায় যেন মুখ বুড়োবেন না, তপ্ত অন্ন একটু জুড়িয়ে খাবেন।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

রামনারায়ণ—(শয্যা হইতে উঠিয়া) প্রভা! প্রভা! মুখ তোল কথা কও! এস এস কাছে এস হৃদয়েশ্বরী! লজ্জা ক'রোনা প্রভা! এস এস কাছে এস প্রিয়তমে—বাসর শয্যার ফুলগুলো যে সব শুকিয়ে গেল প্রাণেশ্বরী!

[রামনারায়ণ প্রভাবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শয্যোপোরি যাইয়া
উপবেশন করিয়া বলিল]

প্রভা! তুমি এত সুন্দরী! (প্রভাবতীকে চুম্বন করিতে উদ্যত)

[সহসা উন্মাদের ন্যায় শশীভূষণ ত্রস্ত গতিতে
ছুরিকা হস্তে প্রবেশ করিল]

শশী—আমার সন্ধান ব্যর্থ হ'য় নি, কর্ত্তব্য সাধনই আমার ধর্ম্ম!

[শশীভূষণ, জ্ঞানরঞ্জন ভ্রমে রামনারায়ণের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, রামনারায়ণ ধরাশায়ী হইল]

রামনারায়ণ—ওহো—এখানেও শাস্তি—

(মৃত্যু)

[জমিদার রামনারায়ণের কণ্ঠস্বরে শশীভূষণ চমকিয়া উঠিল ও বিহ্বল কণ্ঠে কহিল]

শশী—কে কে ইনি! কার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ ক'রল! হঠাৎ পৃথিবীখানা ন'ড়ে উঠলো কেন!

প্রভা—(কাতর কণ্ঠে) জমিদার—তোমার—তোমার—পিতা!

শশী—(পিতার বক্ষে হস্ত দিয়া) এঁ্যা এঁ্যা, আমার পিতা—পিতা—! তবে কি আমি পিতৃহত্যা ক'রলুম! ওহো কি ক'রেছি, কি ক'রেছি! বাবা বাবা! ক্ষমা ক'রে যাও বাবা ক্ষমা ক'রে যাও আমায়!

প্রভা—শশী! শশী! বাবা! কি ক'রলে তুমি? তুমি কেন পিতৃঘাতী হ'লে?

শশী—তাইত! তাইত! আমি কি ক'রলুম! কি ক'রলুম!

(শশীভূষণ শোকে অধীর হইয়া পিতার বক্ষে ঢলিয়া পড়িল)

[পশ্চাদ্দিক হইতে প্রক্ষিপ্ত জ্ঞানরঞ্জনের ছুরিকা হস্তে প্রবেশ]

জ্ঞানরঞ্জন—টাকা টাকার শোক সব চেয়ে বেশী! পাঁচ পাঁচশো টাকা পাঁচ পাঁচশো টাকা একদম ফাঁকি! আমি টাকা তৈরী ক'রব জমিদারের রক্ত দিয়ে! এই যে জমিদার বাবু বাসর ঘরে বেশ আরামের কোলে গা ঢেলে

দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে! হা-হা-হা, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নেবার জন্যে এই চকচকে ছোরাখানা হাতটাতে আঁকড়ে ধ'রে আছে! আর না এমন সুযোগ আর ছাড়া হবে না! জমিদার-জমিদার-শেষ নিদ্রা! প্রতারণার প্রতিশোধ! হা—হা—হা!

[জ্ঞানরঞ্জন, রামনারায়ণ ভ্রমে শশীভূষণের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল]

শশী—ওহো—হো—কি ক'রলি দস্যু! কে—কে—রে তুই আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলি? মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রলি?

[শশীভূষণের মৃত্যুলাভ ঘটিল।

প্রভা—(শশীভূষণের মুখের নিকট মুখ রাখিয়া) শশী! শশী! বাবা! না আর নেই—ওহো—হো!

জ্ঞানরঞ্জন—হা—হা—হা টাকার শোক, টাকার শোক এর চেয়ে ঢের বেশী!

প্রভা—(শয্যা হইতে উঠিয়া) কে—কে তুই দস্যু এমন সর্ব্বনাশ ক'রলি? আমার পুত্রকে হত্যা ক'রলি? বল্ নইলে তোকেও ওই সঙ্গে পাঠাব!

(নিম্ন হইতে ছুরিকা কুড়াইয়া রোষ ভরে জ্ঞানরঞ্জনের প্রতি)

চিনেছি চিনেছি তোকে আর কোথায় পালাবি? দাঁড়া দাঁড়ারে দস্যু!

[জ্ঞানরঞ্জনের সভয়ে পলায়ন, তৎসহ প্রভাবতীর ক্ষিপ্র গতিতে অনুসরণ।

দৃশ্যাপসরণ।

+ + +

দ্বিতীয় দৃশ্য—কাল সন্ধ্যা।

স্থান—স্বর্ণগ্রাম, পণ্ডিত গৌরকিঙ্করের বহির্ব্বাটী।

পুস্তকাগার।

[ভৃত্য গোবর্দ্ধন ও ভদ্রেশ্বর কাঙ্গালকে প্রহার করিতে করিতে ধরিয়া আনিল]

গোবর্দ্ধন—বল্ বেটা আর মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে পালিয়ে যাবি ?

কাঙ্গাল—ওগো ওগো আর তোমরা আমায় মের না গো, আমি নিশ্চয় ম'রে যাবো।

গোবর্দ্ধন—আরে ম'রে যাওয়াই ত তোর দরকার, পণ্ডিত গিন্নী কি হুকুম দিয়েছেন তা জানিস্ ? তাঁর বিনা আদেশে তুই তোর মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলি ব'লে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। তুই যতক্ষণ না ম'রবি ততক্ষণ কোন মতেই ছাড়া হবে না।

[কাঙ্গালকে প্রহার করিতে লাগিল]

কাঙ্গাল—ওগো প্রাণ যায় প্রাণ যায় কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর।

[কাঙ্গাল মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িল]

গোবর্দ্ধন—ওরে ওরে ভূদে তুই দেখ্‌ত কার পদ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, হয়ত ওর মা মাগীটাই এইদিকে আস্‌ছে।

ভদ্রেশ্বর—আচ্ছা আমি দেখছি, দেখিস্ তুই যেন মারতে ছাড়িস্ নে। মা ঠাকরুণ কি হুকুম দিয়েছেন তা তো মনে আছে ? কান্নার স্বর বন্ধ হ'লেই ওদিকে আমাদেরও অন্ন বন্ধ হবে।

[পদ্মাবতীর অনুসন্ধানে প্রস্থান।

কাঙ্গাল—ওগো আর যে কথা কইতে পারছি নে, বড়ই যন্ত্রণা, একটু জল দাও, না না একটু জোরে মারো, যেন আমি শীগগীর শীগ্‌গীর ম'রে যাই। মা মা আমি চ'ল্লুম আর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হোল না!

[পদ্মাবতীর হস্ত ধরিয়া ভদ্রেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ]

পদ্মা—এই দিক এই দিক থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো! এ স্বর আমারই সেই কাঙ্গালের কণ্ঠস্বর, হয়ত কোন করাল কবলে প'ড়ে আকুল আর্ত্তনাদ ক'রছে! ছেড়ে দে ছেড়ে দে শুধু একটীবার আমার প্রাণের বাছাকে দেখতে দে! আমি যে ওর মা, 'ও' আমায় দেখবার জন্মে এখনও বেঁচে আছে।

কাঙ্গাল—উঃ ভগবান আমায় মৃত্যু দাও মধুসূদন! এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্ত ক'রে দাও! মাগো মাগো!

পদ্মা—ওই ওই কেঁদে উঠলো, আবার মা মা ব'লে ডাকছে, হাত ছাড়্ ব'ল্ছি হাত ছাড়্! (ভদ্রেশ্বর পদ্মাবতীর হস্ত ছাড়িয়া দিল।)

[পদ্মাবতী পুত্রের নিকটে বসিয়া]

কাঙ্গাল কাঙ্গাল! বাপ্‌রে আমার যাদুরে আমার, কথা কও বাবা!

কাঙ্গাল—(কাতর কণ্ঠে) মা মা আমি চল্‌লুম! তুমি আবার কেন এলে মা আমার মরণ কালে আজন্ম ধ'রে পুত্রশোক বহন ক'রতে! চলে যাও মা চলে যাও আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রতে দাও মা!

পদ্মা—না না আমি তোকে ম'রতে দেবো না, কিছুতেই মরতে দেবো না! জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো পিশাচের হাত থেকে! আয় আয় কাঙ্গাল পালিয়ে আয় (পদ্মাবতী কাঙ্গালকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

[কমলার প্রবেশ]

কমলা—একি একি সব কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ যে, কতক্ষণ লাগে একটা দুধের ছেলের গলা টিপে মারতে! আমার আদেশ বুঝি সব ভুলে গেছ?

গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে আজ্ঞে না মা ঠাক্রুণ আপনার আদেশ ভুল্‌লে যে চৌদ্দপুরুষের নাম জন্মের মত ভুলে যেতে হবে!

কমলা—(কাঙ্গালের প্রতি) ব'লি এখনও যে মরা হ'চ্ছে না যমদূত কি দয়া ক'রেছে?

[কাঙ্গালকে প্রহার করিতে লাগিল]

কাঙ্গাল—ওহো মাগো—

পদ্মা—হা নারায়ণ এও আমায় দেখতে হোল! ওহো কি ক'রেছি কি ক'রেছি! মা, এর নাম কি শাসন করা না দুর্ব্বলের ওপর সবলের অত্যাচার করা! তুমি বোধ হয় সন্তানের মা হ'তে পারনি তাই সন্তান যে কি জিনিষ তা জান না! দয়া কর দয়া কর মা, ক্ষমা কর এই অবোধ বালকের সব অপরাধ!

[পদ্মাবতী কমলার পদতলে উপবেশন করিল]

কমলা—বোঝার ওপর আবার শাকের আটী জুটলো কোথা থেকে! আঃ পা ছাড়্‌ ব'লছি নইলে ভাল হবে না। বলি গোবে ভূদে তোরা কি শুধু পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ঢং দেখছিস্? টাকা দিয়ে ছেলে কিনে দেখছি আমায় ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতে হবে? তোরা যা ব'লছি শীগগীর ক'রে মাগীকে বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে আয়।

ভদ্রেশ্বর—যখন নেমক খাচ্ছি তখন গুণ গাইতেই হবে, তা ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক্ যে দেখবার সে দেখ্‌বে। আজ্ঞে এতক্ষণ হত্যাকাণ্ডটা শেষ ক'রে দিতুম ওর মা মাগীটা না এসে প'ড়লে।

পদ্মা—মার মার আমায় মার, যত পার মার, মেরে পিষে ফেল তবু আমার সন্তানকে মের না, আমি মা হ'য়ে সন্তানের মরণ দেখতে পারবো না! হে কাঙ্গালের বন্ধু মধুসূদন তোমার খেলার সাথী কাঙ্গাল যে চ'লে যায় তোমার একটুখানি করুণা অভাবে!

কমলা—যা যা নিয়ে যা দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

[ভৃত্যদ্বয় পদ্মাবতীকে বাটীর বাহির করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল]

পদ্মা—(উঠিয়া ক্ষিপ্র গতিতে) হ্যাঁ যাব যাব শুধু কণামাত্র প্রতিশোধ নিয়ে যাব (কমলার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন)।

[কাঙ্গাল অস্ত্র সম্মুখে আসিয়া বাধা দিল]

কাঙ্গাল—মা মা একি! আমায় বধ কর মা, আমায় বধ ক'রে সকল জ্বালা জুড়োও তবু কর্ত্তব্যচ্যুত হ'তে দিওনা আমায়! আমি ওর আশ্রিত তাতে আবার ঋণী! না না আমি তা ক'রতে দেব না, ঋণ ঋণ শোধ প্রধান কর্ত্তব্য!

পদ্মা—ওহো এখানেও ঋণের ভয়! কি ক'রলি কি ক'রলি কাঙ্গাল, আমায় প্রতিশোধ নিতে দিলিনে! কেন কেন বাধা দিলি? কেন আমার সকল আশা সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিলে তোর ঐ অমিয় বদনের মা মা বলা ডাকে! সদা আসন্ন কবলে প'ড়ে তুই ছট্‌ফট্ ক'রছিস্, তবু তবুও চাস্ ক্ষমা, তবুও শত্রুকে দয়া ক'রে বাঁচাতে আমার উদ্ধত অস্ত্রের সম্মুখে মাথা পেতে দিলি!

কাঙ্গাল—মা মা—

[পদ্মাবতী কাঙ্গালকে একবার ক্রোড়ে লইয়া পুনরায় তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিল]

পদ্মা—শান্তি শান্তি—মহা শান্তি, পার ত এই বার আমায় মেরে ফেল !

কাঙ্গাল—মা মা তুমি পালিয়ে যাও মা !

কমলা—(কাঙ্গালকে প্রহার করিতে করিতে) তবে রে যমের যুগ্যী ছেলে আদরে একেবারে লাউ ঘণ্ট ! এই মুখে চোখে কাপড় বেঁধে দিচ্ছি !

[কাঙ্গালের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া দিল]

গোবর্দ্ধন—চ বেটী বদমায়েস্ এইবার তোর একদিন না আমাদের একদিন।

[পদ্মাবতীকে বাটীর বাহির করিয়া দিবার জন্য আস্ফালন]

পদ্মা—ওহো জগবন্ধু একি ক'রলে ! সাক্ষী থেকো নারায়ণ, সাক্ষী থেকো আকাশ, বিমান, পবন, ওরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলছে !

[গোবর্দ্ধন পদ্মাবতীকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল]

কাঙ্গাল—ওহো ম'রে গেলুম ম'রে গেলুম, খুলে দাও খুলে দাও আমি জনমের মত একবার মাতৃমুখ দর্শন ক'রে নিই, তাঁর চরণে বিদায় নিতে দাও আমায়—মা—মা

[মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল]

কমলা—তাই ত তাই ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে একবারে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে প'ড়ল, তবে কি সত্য সত্যই মরবার পূর্ব্ব লক্ষণ !

[জনৈক কনেষ্টবল সহ দারোগার প্রবেশ]

ভদ্রেশ্বর—ঐ দেখুন বাবু ঐ পিশাচীটা পরের ছেলে পেয়ে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

দারোগা—কই কই দেখি, হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যই ত একেবারে টাটকা খুন! বাপ্‌রে বাপ্ ভদ্রলোকের মেয়েরা কি না পারে! আর যায় কোথা হাতে হাতে বামাল যখন তখন আর পালাবে কোথা!

কমলা—ওগো আমি খুন ক'রিনি গো আমি খুন ক'রিনি, ও আপন হ'তেই ম'রে গেছে!

দারোগা—চুপ্ কর্ বেটী বদমায়েস খবরদার! (কনেষ্টবলের প্রতি) এই কে আছ ঐ ভদ্র রাক্ষসীটাকে গ্রেপ্তার কর! আভি জল্‌দি থানামে লে চল!

[কনেষ্টবল কমলার হস্ত বন্ধন করিল]

কমলা—ওগো কি হ'ল গো শেষে আমার অদৃষ্টে বুঝি জেল খাটতে হবে! ওগো পণ্ডিত তুমি কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর!

[সকলের প্রস্থান।

দৃশ্যাপসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য—কাল রাত্রি।

স্থান—চাঁদপুর, রামানন্দের বিলাস ভবন।

[রামানন্দ মদ্যপানের দ্রব্যাদি লইয়া মালতীর সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত আছে]

রামানন্দ—দ্যাখো প্রাণপিয়ারী বলিহারি তোমার মতলব, এমন পাকা রকমের মতলব না খাটাতে পারলে কি আর জয়া শালার খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত পাওয়া যেত! না তুমি আমার হ'তে পারতে! দেখ সুন্দরী, ব্যাটা ছোটলোকগুলো যেন আস্তাকুড়ের পাত, বড়লোকের চাল বুঝবে কেমন ক'রে! এখন বুঝতে পেরেছ ত সুন্দরী আমি একজন কত বড়লোক হ'য়েছি আর এখন জমিদার শ্যালক নই প্রাণপিয়ারী! স্বয়ং জমিদার! সে দিন শুনলে না, বুড়ো জমিদার একটা সুন্দরীকে বিয়ে ক'রে বাসর ঘরেই অক্কা পেয়েছে! এখন একমাত্র অভিভাবক ব'লতে এই আমি ছাড়া আর দ্বিতীয়টী নেই, পাঁচ জনের ন্যায়সঙ্গত বিচারে আমিই এখন জমিদার—জমিদার—হা—হা—হা, একেই বলে হক্কের ধন হারাবার নয়! গরীবের ছেলে বড়লোক হওয়া পরের না পেলে কি আর হয় সুন্দরী!

মালতী—তা হ'লে তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হবে।

রামানন্দ—একশো বার, শুধু তাই নয় সুন্দরী আবার নগদ টাকাও কিছু পাওয়া গেছে। বুড়োর মরণ খবরটা প্রথমে আমার কাছেই আসে অমনি সেটা গোপন ক'রে ফেল্লুম! নগদ টাকা গহনাগুলো হাত করার পর সকলে জানতে পারলে। এখন আমি কি রকম বড়লোক হ'য়েছি এবারে বুঝতে পেরেছ ত সুন্দরী!

মালতী—চক্ষে না দেখ্‌লে তা বিশ্বাস ক'রি কেমন ক'রে! আঙ্গুল ফুললে ত আর কলাগাছ হয় না!

রামানন্দ—আহা তোমার কাছে কি আর আমি মিথ্যে কথা ব'লতে পারি! এই দেখছ না আমার কোমরে টাকার থলি বোঝাই করা রয়েছে, এখন তুমি এই একটুখানি নেক নজরে চাইলেই হ'চ্ছে! এখন আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুই সুন্দরী!

মালতী—(স্বগত) ধন্য রে কামান্ধ জগৎ! এতখানি চৈতন্যলাভ ক'রেও ঘৃণ্য দুষ্প্রবৃত্তির হাত থেকে এড়াতে পার নি! ধিক্ তোমাদের পুরুষ জন্মে, যৌবন কাল প্রাপ্ত হ'তে না হ'তেই ভুলে যাও ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য আদি! মাতৃসম গুরুজনে তুষিতে বাসনা কর প্রেমিকা সম্ভাষণে? যাদের ঘৃণ্য, হীন, ছোটলোক ব'লে সমাজের বাইরে সুসভ্যতার অন্তরালে তাড়িয়ে দিয়ে বাহ্যিক আড়ম্বরে সব বাবু সেজে বেড়াচ্ছে তারা কি মানুষ না দস্যু, তারা পারে না কোন কর্ম্ম! আজ যাদের ঘৃণা করে, কাল তাদের রূপ সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত হ'য়ে ঘৃণ্য জঘন্য প্রবৃত্তি ল'য়ে প্রেম-ভিক্ষা চায় তাদেরই পায়ের তলায় প'ড়ে! এও কি ভদ্রতার একটা মহা কর্ত্তব্য ব'লে মেনে নিতে হবে! না না তা কখনই নয়, আমরা অসভ্য, লোক চক্ষে ছোটলোক হ'লেও আজ এই পশ্বাচার-ধারী লম্পটকে এমন শিক্ষা দেব যে আর যেন কখনও দুষ্প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ কোরে গরীব মানুষদের স্ত্রীর ওপর নজর না দেয়!

রামানন্দ—একি প্রাণ-পিয়ারী তুমি আমার কথার কোন উত্তর দিলেনা যে!

মালতী—হ্যাঁ এই যে আমি তোমার হ'য়েই আছি, চিরদিন তোমার হ'য়েই থাকবো তবে তুমি যদি আমায় বিশ্বাস কর!

রামানন্দ—বাহবা বাহবা প্রাণ-পিয়ারী—হা-হা-হা মাইরি ব'লছ তুমি আমার হবে? তবে আর ভাবনা কি, এমনি ধারা তোমার কোলে শুয়ে শুয়ে দিন রাত মদ খাব! বাহবা বলিহারী প্রাণ-পিয়ারী তোমার নতুন ভালবাসার ব্রে মজা!

মালতী—(স্বগত) কালসর্পকে প্রাণে মারা হবে না, মণিহারা ক'রতে হবে, তা হ'লে জগৎ বুঝবে গরীব ছোটলোক কখন অস্পৃশ্য নয় তারা শুদ্ধ পূত পবিত্র!

রামানন্দ—সুন্দরী! সুন্দরী! আমায় আর একটু মদ খাইয়ে দাও ত নেশাটা যেন কেমন ভালমানুষ পারা হ'য়ে আসছে।

(মালতী রামানন্দের মুখে মদ্য যোগাইতেছে)

আচ্ছা ব'লত সুন্দরী আমি তোমার যোগ্যপাত্র কি না, আর তোমার চেয়ে সুন্দর বেশী না কম!

মালতী—না না তুমি খুব সুন্দর, সুন্দর ব'লেই ত আমি তোমায় প্রাণ খুলে পছন্দ ক'রেছি নইলে এই রাত দুপুরে চ'লে আসব কেন? সত্যি কথা ব'লতে কি তোমায় যে দেখে সেই পছন্দ ক'রে বসে।

রামানন্দ—আরে না না প্রাণ-পিয়ারী সেদিন আর নেই, প্রেমের বাজার একদম ভেস্তে গেছে! এখন সমস্ত রাত্রি ধ'রে আস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়ালেও কোন বেটী একটা কুলকুচী ক'রেও গায়ে ছোড়ে না! তুমি যাই আমায় বড় ভালবাস তাই বুড়োর শেকোল কেটে নতুন দাঁড়ে চুমকুড়ী কাটছ! মাইরি সত্যি কথা ব'লতে কি আমি গরীব লোকের মেয়ে মানুষদের বেজায় ভালবাসি, এতে রাগ ক'রো না সুন্দরী!

মালতী—না না এতে আর রাগ করবার আছে কি, সেটা ভদ্রতার একটা সভ্যতা! গরীব চাষী মানুষদের শাসন করা আর তাদের স্ত্রীদিগকে ভালবাসা এই দুটোই তোমাদের সমান কাজ! তা যাক্ এখন দেখ্‌ছি তুমি ভয়ানক মাতাল হ'য়ে প'ড়েছ, পাছে আবার সর্ব্বস্ব না খুইয়ে বস, তার চেয়ে এক কাজ কর তোমার ঐ কোমরের থলিটা আমায় আগ্‌লাতে দিয়ে তুমি একটু ঘুমোও।

রামানন্দ—তাতে আর আপত্তি কি, কুচ্ পরোয়া নেই, তোমার কাছে থাক্‌লেও যা আর আমার কাছে থাক্‌লেও তাই! তুচ্ছ পাঁচশো টাকা বই ত কিছু নয়! তোমাদের ঐ চাঁদ মুখে হাঁসি দেখবার জন্যে কত লোক কত কি ক'রে ব'সছে, তোমাদের ঐ মৃগ-নয়নের কটাক্ষ পাতে কত বড়লোকের ছেলেরা বাপের মাথায় লাঠি মেরে বসে, টাকার সিন্দুক লাথি মেরে ভাঙ্গে, পরিণীতা পত্নীর গলায় দাড়ি দিয়ে কড়ি কাঠে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। ব'লি সে সব ত আর আমায় ক'রতে হবে না সুন্দরী! এই এই নাও তুমি যা ইচ্ছে তাই কর।

[মালতীর হস্তে টাকার থলি প্রদান করিল ও
নিদ্রাভিভূত হইল]

মালতী—(স্বগত) [রামানন্দের বক্ষে হস্ত দিয়া] এইবার সটকাতে হবে মুর্খ ভদ্র জুয়াচোরের ওপর বাটপারী ক'রে! এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ ঘুমিয়ে প'ড়েছে! এই সুযোগে আমার পণ রক্ষা, সতীত্ব রক্ষা, আর ওই কামান্ধ কুকুরটাকে মহা শিক্ষা দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কোথায় যাব তাত জানি নে! অন্নাভাবে বৃদ্ধ স্বামী আমার হয় ত মনে মনে আমায় কত

অভিসম্পাত ক'রছেন, তিনি হয় ত মনে ক'রেছেন মালতী দ্বিচারিণী হ'য়েছে! স্বামী! যদি রমণীর সর্ব্বকর্ম্মের সার গুরু হও যদি স্বর্গের দেবতা হও, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো প্রভু মালতী ভ্রষ্টা নয় দ্বিচারিণী নয়, সে সতী, পতির চরণ ছাড়া আর কিছুই জানে না।

[মশাল হস্তে জয় সিংএর প্রবেশ]

জয় সিং—না না সে মাগীকে পাবার আর কোন উপায় দেখছি নে, মাগীকে নিশ্চয়ই কোন উপদেবতায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে আর না হয় সে পক্ষীরাজের ডানায় চেপে দেশান্তরিত হ'য়েছে, তা না হ'লে মাগী যাবে কোথা, এই অমাবস্যার বিরাট অন্ধকারে লোকের দুয়ারে দুয়ারে খুঁজে বেড়ালুম, তারপরে দুপুর রাতে মশাল হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, থাকলে কি আর দেখতে পেতুম না! যাই হোক এইবার জমিদার বাবুর আড্ডা বাড়ীটা দেখি যদি মাগী কারও লোভে প'ড়ে এসেই থাকে! দোহাই বাবা অগ্নি-দেবতা যদি তাকে খুঁজে বের ক'রতে না পার তবে তোমায় প্রাণাহুতি দান ক'রব, সাত ঝুড়ি কাঠের আগুন জ্বেলে নিজেই পুড়ে মোরব।

[মালতী উঠিয়া পিছন দিক হইতে জয় সিংএর স্কন্ধে হাত দিল]

আহা গেছি বাবা গেছি! দোহাই পেত্নী ঠাকরুণ শাকচিন্নি, ডাইনি বুড়ী আমায় রক্ষা কর, আমি একজন বৌ হারাণ মস্ত পাগল, রাতকাণা মানুষ পথ ঠাওরাতে পারিনি তাই তোমাদের আস্তানায় পা দিয়েছি নইলে কোন্ শালা আস্‌ত! এখন এই গরীবকে রক্ষা কর দেবী, আমি বৌ পাই আর না পাই বাড়ী গিয়ে তোমায় একশত পাঁঠার রক্ত পাঠিয়ে দেবো!

মালতী—দেবী নয় তোমার সেবিকা।

জয় সিং—এঁ্যা এঁ্যা এ মাগী বলে কি তবে তবে কি আমায় পছন্দ হ'য়েছে! দোহাই দেবী আমি কাণা খোঁড়া বুড়ো চাকর আমার ওপর আর নজর দিও না! এঁ্যা সত্যিই কি এ মাগী ভুত! এঁ্যা সত্যই ত ওর চোখ দুটো যেন থাই থাই ক'রছে! রাম রাম! দোহাই দেবী আমি তোমার চরণে প্রাণাম ক'রছি পথ ছেড়ে দাও আর এখানে আসে কোন শালা!

মালতী—আ ছি ছি কি কর, আ মরণ আর কি ঠাট্টাও বোঝ না লোক চিন্‌তে পার না? আমি যে তোমার মালতী।

জয় সিং—এঁ্যা মালতী মালতী!

মালতী—আঃ চুপ কর অত চেঁচিও না! এই নাও ধর এই থলিটা এতে বিস্তর টাকা আছে এক রাতেই আমরা বড়লোক হ'য়ে যাব। চুপে চুপে পালিয়ে চল দেখছ না কে ওটা শুয়ে র'য়েছে! জেগে উঠলে সব মাটী হ'য়ে যাবে।

জয় সিং—এ সব কি! তুমি কে মালতী! এখনও যে তোমায় বিশ্বাস ক'রতে পারছি নে, গা টা বড় ছম্ ছম্ ক'রছে! তুমি সত্যই মালতী না আর কিছু?

মালতী—ব'লি মানুষ আবার সত্যি মিথ্যে হয় বুঝি, এই দেখছ না তোমার সেই ফরমাস্ দেওয়া ছাপার সাড়ী পরা রয়েছে!

(টাকার থলি জয় সিংএর হস্তে দিল)

জয় সিং—ইস্ এ যে বিস্তর টাকা তুমি তুমি এত টাকা কোথায় পেলে মালতী?

মালতী—এটা পতি ভক্তির পারিতোষিক স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছেন।

জয় সিং—পতি সেবার এত মজুরী! আচ্ছা মালতী তুমি আমায় ফেলে পালিয়ে এসেছিলে কেন বল দেখি?

মালতী—আমি এসেছিলুম মস্ত একটা ভুলের সংশোধন ক'রতে! ভদ্র সমাজকে পরীক্ষা ক'রতে! তোমার অভিন্নাত্মা বন্ধু রামানন্দ আমার রূপে মুগ্ধ, কামান্ধ লম্পট টাকার লোভ দেখিয়ে আমার প্রেম সুধা পান ক'রতে নিতান্ত ইচ্ছুক। আমিও দেখলুম ভগবানের দান ছাড়ি কেন? তাই মনে মনে তাকে পুত্রবৎ জ্ঞান ক'রে এ গভীর রাত্রে বেরিয়ে এসেছিলুম।

জয় সিং—মালতী মালতী! তুমি কে মালতী! তুমি দেবী না রাক্ষসী?

মালতী—তোমার চরণ সেবিকা—দাসী। আমায় ত্যাগ কর স্বামী! আমার এই উৎসর্গিত জীবনের মানস পুষ্পাঞ্জলি রক্তাধারে তোমার চরণ বিধৌত হোক্!

[জয় সিংএর পদতলে বসিয়া নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল]

(মৃত্যু)

জয় সিং—মালতী মালতী একি একি ক'রলে মালতী, আত্মহত্যা ক'রে ত্যাগের আদর্শ দেখালে! মালতী! দেবী! আমায় পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রলে! চ'লে যাও মালতী! কর্ত্তব্যের বিচিত্র রেখা রেখে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়ে সতীব্রত পালন ক'রে চ'লে যাও দেবী স্বর্গালোকে!

দৃশ্যাপসরণ।

চতুর্থ দৃশ্য—কাল রাত্রি।

স্থান—চাঁদপুর, শ্মশান ভূমি।

[পদ্মাবতী বসিয়া স্বামীর জন্য অনুতাপ করিতেছে]

পদ্মা—এই খানটায়, এই খানটায় পুড়িয়ে ছিলুম! এইখানে আমার জীবন আরাধ্য স্বামী দেবতা পুড়ে ছাই হ'য়ে মৃত্তিকায় মিশে র'য়েছে! ঠিক্ এইখানটা থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যে বেলা কে যেন আমায় পদ্মা পদ্মা ব'লে ডাকে! কই দেখা ত পাইনে, দেখা ত দিলে না দেবতা অভাগিনী পদ্মাকে, নিলে না ত সঙ্গে ক'রে চরণ সেবিকা ব'লে! তবে তবে আমার দশা কি হবে! আমি যে তোমায় ঋণ থেকে উদ্ধার ক'রেছি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পুত্র রত্ন বিক্রয় ক'রে, তবু নিজে বিক্রীতা হইনি তোমার সঙ্গে যাব ব'লে। একবার দেখা দাও স্বামী দেখা দাও তোমার অভাগিনী পদ্মাকে, আর যে সহ্য হয় না প্রভু! অসহ্য যন্ত্রণা! বড়লোকের অত্যাচার আগুন আমাকে সর্ব্বদা গ্রাস ক'রছে! পুত্রহারা দুর্দ্দমনীয় শোকের বৃশ্চিক দংশনে আমি ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি! স্বামী কাকে শোনাব আমার এই আশীবিষে জর্জ্জরিত মর্ম্মান্তিক বেদনা! হায় প্রাণবল্লভ তাতেও কি তোমার মায়া হয় না আমায় সঙ্গে নিতে! গ্রামের ভেতর প'ড়ে থাকলে সবাই তাড়িয়ে দেয়—আর শ্মশানে এসে প'ড়ে থাক্‌লে শৃগাল কুকুরে গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেতে আসে, তবে তবে আমি কোথায় যাব কি ক'রবো! (মৃত্তিকায় শয়ন করিল)

[কাঙ্গালের মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া গৌরকিঙ্করের প্রবেশ]

গৌরকিঙ্কর—রাত্তিরে রাত্তিরে শবটার গতি ক'রতে হবে ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম কিন্তু এ যে ভয়ানক অন্ধকার, পথ ঘাট কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে,

শ্মশানটা আর কত দূরে তাও ত ঠিক্ ক'রতে পারছিনে! একে ত ব্যাটার ছেলে অপঘাতে মরা তাতে আবার শূদ্রের শব, যদি একবার দানা পেয়ে বসে তা হ'লেই ত বিভ্রাট, ত্রাহি মধুসূদন! না আর. বিলম্ব করা হবে না যা হোক্ ক'রে হাতরে হাতরেই যেতে হবে! গিন্নি মাগী ত এক রকম খালাস পেয়েছে, এই হত্যা কাণ্ডের সম্পূর্ণ খুনী আসামী হ'য়ে হাজত বাসিনী হ'য়েছে! এখন আমি যদি আবার শ্মশানবাসী হই তা হ'লে ত আর পিতৃ ভিটেয় সন্ধ্যে দিতে কেউ থাক্‌বে না! না! যা হোক্ ক'রে খুনটা রেহাই ক'রতেই হবে! এ কি বাবা পথের মাঝে!

(পদ্মাবতীর পা মাড়াইয়া দিল)

তাইত কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি নে, এটা কি বাবা রাত চরা বলদ দেবতা? না গরু হ'লে ত লেজ থাক্‌ত, এয়া লোটনমারী কান হতো মূলোর মত শিং হতো! তবে কি বাবা মানুষ? অনুমানটা যেন সত্য ব'লেই মনে হ'চ্ছে, বলি যে হও সে হও বাপু এখন সাড়া শব্দ দাও!

[সহসা পদ্মাবতীর চমক ভাঙ্গিল ও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল]

পদ্মা—কে কে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন, নিদ্রাঘোরে আমি যে আমার স্বামী দেবতার চরণ সেবা ক'রছিলুম!

গৌরকিঙ্কর—তবে ত ঠিক্ হ'য়েছে এ দেখছি তা হ'লে মানুষ। হুঁ হুঁ আর যায় কোথা, নিশ্চই বেটী কোন দায়ে ঠেকেছে। যাই হোক এখন মাগীকে হাত ক'রতে হবে নইলে বিপদ ঘটাবে। ব'লি কে মা তুমি বনচারিণী শ্মশানবাসিনী, কি দরকারে অমাবস্যার গভীরতা ভেদ ক'রে শ্মশানে এসেছ?

জমাট বাঁধা আঁধার এসে আমার চোখের দৃষ্টি বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, তুমি একটু দয়া ক'রে আমার কাঁধের শবটা নামিয়ে নিতে পার মা ?

পদ্মা—কে কে আপনি, আপনিও কি আমার মত পুত্র শোকে পাগল হ'য়ে জগৎ অন্ধকার দেখছেন ! আপনার পুত্রের মৃত্যুলাভ ঘ'টেছে আর আমার পুত্র স্বেচ্ছায় আত্ম বিক্রয় ক'রেছে মহাজনকে ! কই দিন্ দিন্ আপনার পুত্র শব আমায় ধ'রতে দিন্ ; আমি শবদাহ ক'রতে বেশ শিখেছি ! এই খানটায় এই খানটায় একদিন ঠিক এমনি সময়েই আমার চির আরাধ্য স্বামী দেবতাকে নিজের হাতে পুড়িয়ে রেখে গেছি, এখনও সে শোক যন্ত্রণা শিথিল হ'য় নি এখনও তাঁর ভস্মরাশি বিলীন হ'য় নি, এখনও তাঁর স্মৃতি আমার হৃদয় পট থেকে মুছে যায় নি !

গৌরকিঙ্কর—তবে নাও তোমার কাজ তুমি সমাধা কর কিছু পুরস্কার পাবে এখন।

[পদ্মাবতীকে শব প্রদান করিল]

পদ্মা—(উঠিয়া শব গ্রহণান্তে) এঁ্যা এঁ্যা একি একি ! শব স্পর্শ মাত্র সহসা আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে কেন ! হাত পা সব অবশ হ'য়ে আসছে কেন ! অশ্রুসিক্ত নেত্রযুগল সব যেন অন্ধকার ক'রে দিচ্ছে ! কে কে এই বালক ! এঁ্যা একি ! স্মৃতি পটে সহসা তার কথা মনে প'ড়ছে কেন ! তবে কি—ওহো-হো বলুন সত্যি ক'রে বলুন এ বালক কে ? কিসের কারণে কার নয়নমণি আপনি আজ টেনে ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে এসেছেন ! বলুন সত্যি ক'রে বলুন একি আপনারই পুত্র আজ শ্মশান মাতার ক্রোড়ে দিতে নিয়ে এসেছেন ?

গৌরকিঙ্কর—ভগবান্ ভগবান্ আর যে মিথ্যে কথা ব'লতে পারছিনে! আমার সেই পাপ রসনাগ্রে আজ সত্যতা এসে ঢাক বাজিয়ে ব'লছে—অভাগিনী পদ্মা এটা তোরই নয়নমণি আজ তোরই নয়ন পথে এসেছে।

মা মা সত্য ব'লছি মা—এ আমার ঔরস জাত পুত্র নয় পালিত পুত্র!

পদ্মা—(শিহরিয়া উঠিয়া) এঁ্যা এঁ্যা কি শুনলুম, কি শুনলুম! বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! একবার চমক দাও চমক দাও ত বিদ্যুৎ! দেখে নিই কোন্ অভাগিনীর অঞ্চল নিধি! হে ব্রহ্ম অস্ত্র অশনি একটী বার—একটী বার আকাশ বিদীর্ণ ক'রে বিজলী শিখা বিস্তার ক'রে দাও!

[বিদ্যুৎ প্রকাশ, পদ্মাবতী শবসহ মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িল]

ওহো-হো-আপনি কি ক'রেছেন কি ক'রেছেন! আমারই সর্ব্বনাশ ক'রে আজ আমারই কোলে তুলে দিতে নিয়ে এসেছেন! ওহো-হো—নারায়ণ!

গৌরকিঙ্কর—মা বসুধা দ্বিধা হও মা, আমি পাতাল গর্ভে প্রবেশ করি, অনুশোচনা থেকে নিস্তার পাই!

পদ্মা—বাবা কাঙ্গাল রে একটা কথা ক' বাবা একটা কথা ক', আমি যে তোর মা, একবার মা মা ব'লে ডাক্! তোর বাবাও এইখানে আছে তাঁকে ডেকে আন্ কাঙ্গাল!

গৌরকিঙ্কর—ওহো ভগবান্ ভগবান্! আর কেন আমায় জীবিত রেখেছ দয়াময়? দয়া কর, দয়া ক'রে একখানা বজ্রপাতে আমার মাথাটা গুঁড়িয়ে

ছাতু ক'রে দাও! পারছ না পারছ না জগদীশ আমায় শাস্তি দিতে! আর যে সহ্য হয় না আর যে শুনতে পারিনে পুত্রহারা উন্মাদিনীর করুণ বিলাপ! ওহো কি ক'রেছি, কি ক'রেছি! আমি দস্যু হ'য়েছি, চণ্ডাল হ'য়েছি! আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও পরমেশ!

[মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িল]

পদ্মা—কই কই আমার পুত্র ফিরিয়ে দিন! আমার কাঙ্গালকে এনে দিন, আমার কাঙ্গালকে এনে দিন মহাজন!

গৌরকিঙ্কর—(কর যোড়ে) ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মা কর্ত্তব্যপরায়ণা মহাসতী, তুমি যা চাইবে তাই দেব, যা চলে গেছে তা আর ফিরে আসবে না তার জন্যে আর আক্ষেপ কোরো না মা!

পদ্মা—না না কিছুতেই না, আমি পুত্র নেব আপনার কাছ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে কেড়ে নেব!

গৌরকিঙ্কর—নাও নাও মা জোর ক'রে টেনে ছিঁড়ে নাও, আমায় হত্যা কর, আমি বুক পেতে দিয়েছি! এত দিনে বুঝেছি মা বিচিত্র লীলার ক্ষেত্রে সবাই সমান, সবাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ধরায় বিচরণ করে, সকলকেই একই ভাবে কর্ম্মফল ভোগ ক'রতে হয়! ভগবানের বিচারে বড় ছোট নেই, ধনী নির্ধনী নেই, কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ জীবনে ফলাফল ভোগ ক'রে থাকে! নাও মা বিলম্ব ক'রো না, আমায় হত্যা কর!

পদ্মা—(শব মৃত্তিকায় নামাইয়া রাখিয়া) তা হয় না তা হয় না, পুত্র শোকাতুরার শোকাগ্নি কখনও পুত্র হত্যাকারীর বক্ষ শোণিতে নির্ব্বাপিত হয় না! আপনি আপনি যে আগুন আজ স্বহস্তে জেলে দিয়েছেন তা আর